ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা
৪৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.

বিনম্র শ্রদ্ধা

আমাদের ছোট রাসেল সোনা

পদ্মাসেতু : বদলে যাবে বাংলাদেশ...

নিখুঁত মানুষ

অবিনাশীপ্রাণ

আইইবিতে নতুন নেতৃত্ব

মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে লেখা আহবান

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ পরবর্তী সংখ্যা 'মুজিব জন্মশতবর্ষ' উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। আগ্রহীদের দ্রুত বঙ্গবন্ধু বিষয়ক লেখা ই-মেইলে *iebnews48@gmail.com* পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি ও
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি

- **চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ** জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- **ধারাবাহিক ঃ** স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- **মুক্তমঞ্চ ঃ** প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- **প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ** তেল, গ্যাস, আহরণ বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- **গ্রীণ টেকনোলজি ঃ** গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ** প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- **উদ্ভাবন ঃ** নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- **পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ** বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ** নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- **সাক্ষাৎকার ঃ** গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- **অতিথি কলাম ঃ** অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন

সম্পাদক
প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.

সম্পাদকমন্ডলী
প্রকৌশলী মো. রনক আহসান
প্রকৌশলী ইমু রিয়াজুল হাসান
প্রকৌশলী মো. আলী নুর রহমান, পিইঞ্জ
প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান
প্রকৌশলী ধরিত্রী কুমার সরকার
প্রকৌশলী সাইফুল্লাহ আল মামুন

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. এন্ড প্রকা.)
মো. জসীম উদ্দীন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

নির্বাহী সহকারী (গ্রাফিক্স)
সুব্রত সাহা

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৬৬৩৩৬, ৯৫৫৬১১২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬২৪৪৭
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ
ইমেইল: iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

স ম্পা দ কী য়

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তৎপরতায় প্রকৌশলীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত উন্নয়নই একটি জাতির উন্নয়নের মূল বিষয়। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষে আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহাননেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। প্রযুক্তি ও প্রকৌশলগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৌশলীরা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

বর্তমান সরকার দেশে সড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার, পাতাল সড়ক, পদ্মাসেতু, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন এছাড়া বহু উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এসব উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। আর সেজন্যই প্রকৌশলীদের কাছে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা অনেক। কয়লা, তেল গ্যাসসহ প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৌশলীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন।

করোনা মহামারী দুর্যোগেও প্রকৌশলী সমাজ তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করে আসছে। করোনাকালীন সময়ে সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রকৌশলী মো. রুহুল মতিন, প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদসহ আরো অনেক প্রকৌশলীকে আমরা হারিয়েছি। তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

ইতোমধ্যে ২০২০-২০২২ মেয়াদের নব নির্বাচিত কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটি গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ অনুষ্ঠিত আইইবি'র ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র মোতাবেক অধিষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমান কাউন্সিল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আইইবি প্রকৌশলী পেশাজীবীদের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। সৃজনশীল ও জ্ঞান অভিমুখি পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটি তৎপর থাকবে।

প্রিয় পাঠক,

আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক বরাবরে পাঠাতে পারেন। পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

এই সংখ্যায়

আমাদের ছোট রাসেল সোনা

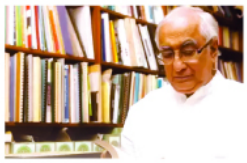

নিখুঁত মানুষ

অবিনাশীপ্রাণ : জাতীয় অধ্যাপক
ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী

পদ্মাসেতু : বদলে যাবে বাংলাদেশ

আইইবি'র কর্মপরিকল্পনা

প্রকৃচি সংবাদ

আমাদের ছোট রাসেল সোনা

শেখ হাসিনা

রাসেল, রাসেল তুমি কোথায়?
রাসেলকে মা ডাকে,
আস-খাবে না- খেতে আস।
মা মা মা তুমি কোথায় মা?
মা যে কোথায় গেল–
মাকে ছাড়া রাসেল যে ঘুমাতে চায় না। ঘুমের সময় মায়ের গলা ধরে ঘুমাতে হবে। মাকে ও মা বলে যেমন ডাক দিত, আবার সময় সময় আব্বা বলেও ডাকত।

আব্বা ওর জন্মের পরপরই জেলে চলে গেলেন। ৬-দফা দেয়ার কারণে আব্বাকে বন্দি করল পাকিস্তানি শাসকরা। রাসেলের বয়স তখন মাত্র দেড় বছরের কিছু বেশি। কাজেই তার তো সব কিছু ভালোভাবে চেনার বা জানারও সময় হয় নি। রাসেল আমাদের সবার বড় আদরের- সবার ছোট বলে তার আদরের কোনো সীমা নেই। ও যদি কখনও একটু ব্যথা পায় সে ব্যথা যেন আমাদের সবারই লাগে। আমরা সব ভাইবোন সব সময় চোখে চোখে রাখি, ওর গায়ে এতটুকু আঁচড়ও যে না লাগে। কী সুন্দর তুলতুলে একটা শিশু। দেখলেই মনে হয় গালটা টিপে আদর করি।

১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর রাসেলের জন্ম হয় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসায় আমার শোয়ার ঘরে। দোতলা তখনও শেষ হয়নি। বলতে গেলে মা একখানা করে ঘর তৈরি করেছেন। একটু একটু করেই বাড়ির কাজ চলছে।

নিচতলায় আমরা থাকি। উত্তর-পুর্ব দিকের ঘরটা আমার ও কামালের। সেই ঘরেই রাসেল জন্ম নিল রাত দেড়টায়। আব্বা নির্বাচনী মিটিং করতে চট্টগ্রাম গেছেন। ফাতেমা জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে একটা মোর্চা করে নির্বাচনে নেমেছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সব রাজনৈতিক দল। তখনকার দিনে মোবাইল ফোন ছিল না। ল্যান্ডফোনই ভরসা। রাতেই যাতে আব্বার কাছে খবর যায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাসেলের জন্মের আগের মুহূর্তগুলো ছিল ভীষণ উৎকণ্ঠার। আমি, কামাল, জামাল, রেহানা ও খোকা কাকা বাসায়। বড় ফুফু ও মেজ ফুফু মার সাথে। একজন ডাক্তার এবং নার্সও এসেছেন। সময় যেন আর কাটে না। জামাল আর রেহানা কিছুক্ষণ ঘুমায় আবার জেগে ওঠে। আমিও ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে জেগে আছি নতুন অতিথির আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায় মেজ ফুফু ঘর থেকে বের হয়ে এসে খবর দিলেন আমাদের ভাই হয়েছে। খুশিতে আমরা আত্মহারা। কতক্ষণে দেখব। ফুফু বললেন তিনি ডাকবেন। কিছুক্ষণ পর ডাক এলো। বড় ফুফু আমার কোলে তুলে দিলেন রাসেলকে। মাথা ভরা ঘন কালো চুল। তুলতুলে নরম গাল। বেশ বড়সড় হয়েছিল রাসেল। মাথার চুল একটু ভেজা মনে হলো। আমি আমার ওড়না দিয়েই মুছতে শুরু করলাম। তারপরই এক চিরুনি নিলাম মাথার চুল আচড়াতে। মেজ ফুফু নিষেধ করলেন, মাথার চামড়া খুব নরম তাই এখনই চিরুনি দেয়া যাবে না। হাতের আঙ্গুল বুলিয়ে সিঁথি করে দিতে চেষ্টা করলাম।

আমাদের পাঁচ ভাইবোনের সবার ছোট রাসেল। অনেক বছর পর একটা ছোট্ট বাচ্চা আমাদের বাসায় ঘর আলো করে এসেছে, আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। আব্বা বার্ট্রান্ড রাসেলের খুব ভক্ত ছিলেন, রাসেলের বই পড়ে মাকে বাংলায় ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। মা রাসেলের ফিলোসফি শুনে শুনে এত ভক্ত হয়ে যান যে নিজের ছোট সন্তানের নাম রাসেল রাখেন। ছোট্ট রাসেল আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। মা রাসেলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সংসারের কাজ করতেন, স্কুল বন্ধ থাকলে তার পাশে শুয়ে আমি বই পড়তাম। আমার চুলের বেণী ধরে খেলতে খুব পছন্দ করত। আমার লম্বা চুলের বেণীটা ওরা হাতে ধরিয়ে দিতাম। হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হাসত। কারণ চুলের নাড়াচাড়ায় মুখে চুল লাগত ও খুব মজা পেত আর হাসত।

জন্মের প্রথম দিন থেকেই ওর ছবি তুলতাম, ক্যামেরা আমাদের হাতে থাকত। কত যে ছবি তুলেছি। ওর জন্য আলাদা একটা অ্যালবাম করেছিলাম যাতে ওর জন্মের দিন, প্রতি মাস, প্রতি তিন মাস, ছয় মাস অন্তর ছবি অ্যালবামে সাজানো হতো। দুঃখের বিষয় ওর ফটো অ্যালবামটা অন্যসব জিনিসপত্রের সাথে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী লুট করে নেয়। হারিয়ে যায় আমাদের অতি যত্নে তোলা আদরের ছোট ভাইটির অনেক দুর্লভ ছবি।

বাসার সামনে ছোট্ট একটা লেন। সবুজ ঘাসে ভরা। আমার মা খুবই যত্ন নিতেন বাগানের। বিকেলে আমরা সবাই বাগানে বসতাম। সেখানে একটা পাটি পেতে ছোট রাসেলকে খেলতে দেয়া হতো। এক পাশে একটা বাঁশ বেঁধে দেয়া ছিল, সেখানে রাসেল ধরে ধরে হাঁটতে চেষ্টা করত। তখন কেবল হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে। আমরা হাত ধরে হাঁটাতে চেষ্টা করতাম কিন্তু কিছুতেই হাঁটতে চাইত না। ওর স্বাস্থ্যও খুব ভালো ছিল। বেশ নাদুশ-নুদুশ একটা শিশু। আমরা ভাইবোন সব সময়ই ওকে হাত ধরে হাঁটাতাম। একদিন আমার হাত ধরে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে পেছনের বারান্দা থেকে সামনের বারান্দা হয়ে বেশ কয়েকবার ঘুরলো। এই হাঁটার মাঝে আমি মাঝে মধ্যে চেষ্টা করছি আঙ্গুল ছেড়ে দিতে, যাতে নিজে নিজে হাঁটে কিন্তু তাতে সে বিরক্ত হচ্ছে আর বসে পড়ছে, হাঁটবে না আঙ্গুল ছাড়া। তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে আমি বারবারই চেষ্টা করছি যদি নিজে হাঁটে। হঠাৎ সামনের বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে আমার হাত ছেড়ে নিজে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে চলছে। আমি পেছনে পেছনে যাচ্ছি। সেই প্রথম হাঁটা শুরু করল। আমি ভাবলাম কতটুকু হেঁটে আবার আমার হাত ধরবে কিন্তু যতই হাঁটছি দেখি আমার হাত আর ধরে না, চলছে তো চলছেই, একেবারে মাঝের প্যাসেজ হয়ে পেছনের বারান্দায় চলে গেছে। আমি তো খুশিতে সবাইকে

ডাকাডকি শুরু করেছি যে, রাসেল সোনা হাঁটতে শিখে গেছে। একদিনে এভাবে কোনো বাচ্চাকে আমি হাঁটতে দেখিনি। অল্প অল্প করে হেঁটে হেঁটে তবেই বাচ্চারা শেখে কিন্তু ওর সব কিছুই যেন ছিল ব্যতিক্রম। অত্যন্ত মেধাবী তার প্রমাণ অনেকভাবে আমরা পেয়েছি। আমাকে হাসুপা বলে ডাকত। কামাল ও জামালকে ভাই বলত আর রেহানাকে আপু। কামাল ও জামালের নাম কখনও বলত না। আমরা অনেক চেষ্টা করতাম নাম শেখাতে, কিন্তু মিষ্টি হেসে মাথা নেড়ে বলত ভাই। দিনের পর দিন আমরা যখন চেষ্টা করে যাচ্ছি– একদিন বলেই ফেলল 'কামমাল', 'জামমাল'। তবে সব সময় ভাই বলেই ডাকত।

চলাফেরায় বেশ সাবধানি কিন্তু সাহসী ছিল, সহসা কোনো কিছুতে ভয় পেতো না। কালো কালো বড় পিঁপড়া দেখলে হাতে ধরতে যেত। একদিন একটা ওলা (বড় কালো পিঁপড়া) হাতে ধরে ফেলল আর সাথে সাথে কামড় খেল। ছোট্ট আঙ্গুল কেটে রক্ত বের হলো। সাথে সাথে ওষুধ দেয়া হলো। আঙ্গুলটা ফুলে গেছে। তারপর থেকে আর ধরতে যেত না কিন্তু ওই পিঁপড়ার একটা নাম নিজেই দিয়ে দিল। কামড় খাওয়ার পর থেকেই কালো বড় পিঁপড়া দেখলে বলত 'ভুট্টো'। নিজে থেকেই নামটা দিয়েছিল।

রাসেলের কথা ও কান্না টেপরেকর্ডারে টেপ করতাম। তখনকার দিনে বড় বড় টেপরেকর্ডার ছিল। ওর কান্না মাঝে মধ্যে ওকেই শোনাতাম। সব থেকে মজা হতো ও যদি কোনো কারণে কান্নাকাটি করত, আমরা টেপ ছেড়ে দিতাম, ও তখন চুপ হয়ে যেত। অবাক হতো মনে হয়। একদিন আমি রাসেলের কান্না টেপ করে বারবার বাজাচ্ছি, মা ছিলেন রান্নাঘরে। ওর কান্না শুনে মা ছুটে এসেছেন। ভেবেছিলেন ও বোধহয় একা, কিন্তু এসে দেখেন আমি টেপ বাজাচ্ছি, আর ওকে নিয়ে খেলছি। মা আর কী বলবেন। প্রথমে বকা দিলেন, কারণ মা খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন ও একা আছে মনে করে। তারপর হেসেই ফেললেন ওর টেপ করা কান্না শুনে। আমি ওকে দিয়ে কথা বলিয়ে টেপ করতে চেষ্টা করছিলাম।

আব্বা যখন ৬-দফা দিলেন, তারপরই তিনি গ্রেফতার হয়ে গেলেন। রাসেলের মুখের হাসিও মুছে গেল। সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে রাসেল আব্বাকে খুঁজত। রাসেল যখন কেবল হাঁটতে শিখেছে, আধো আধো কথা বলতে শিখেছে, আব্বা তখনই বন্দি হয়ে গেলেন। মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আব্বার মামলা-মকদ্দমা সামলাতে, পাশাপাশি আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখা। সংগঠনকে সক্রিয় রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম চালাতেও সময় দিতে হতো। আমি কলেজে পড়ি, সাথে সাথে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে কাজ শুরু করি। কামাল স্কুল শেষ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়। সেও রাজনীতিতে যোগ দেয়। জামাল ও রেহানা স্কুলে যায়। আব্বা গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই রাসেলের খাওয়া-দাওয়া একরকম বন্ধ হয়ে যায়। কিছুই খেতে চাইত না। ওকে মাঝে মধ্যে ছোট ফুফুর বাসা নিয়ে যেতাম। সেখানে গেলে আমার ছোট ফুফার সাথে বসে কিছু খেতে দিতেন। ছোট ফুফা ডিম পোচের সাথে চিনি দিয়ে রুটি খেতেন, রাসেলকেও খাওয়াতেন। আমাদের বাসায় আম্বিয়ার মা নামে এক বুয়া ছিল, খুব আদর করত রাসেলকে। কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে খাবার খাওয়াত।

আমাদের বাসায় কবুতরের ঘর ছিল। বেশ উঁচু করে ঘর করা হয়েছিল। অনেক কবুতর থাকত সেখানে। মা খুব ভোরে উঠতেন, রাসেলকে কোলে নিয়ে নিচে যেতেন এবং নিজের হাতে কবুতরদের খাবার দিতেন। রাসেল যখন হাঁটতে শেখে তখন নিজেই কবুতরের পেছনে ছুটত, নিজে হাতে করে তাদের খাবার দিত। আমাদের গ্রামের বাড়িতেও কবুতর ছিল। কবুতরের মাংস সবাই খেত। বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন অধিকাংশ জায়গা পানির নিচে থাকত তখন তরিতরকারি ও মাছের বেশ অভাব দেখা দিত। তখন প্রায়ই কবুতর খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। সকালে নাস্তার জন্য পরোটা ও কবুতরের মাংস ভুনা সবার প্রিয় ছিল। তাছাড়া কারও অসুখ হলে কবুতরের মাংসের ঝোল খাওয়ান হতো। ছোট ছোট বাচ্চাদের কবুতরের স্যুপ করে খাওয়ালে রক্ত বেশি হবে, তাই নিয়মিত বাচ্চাদের কবুতরের স্যুপ খাওয়াত। রাসেলকে কবুতর দিলে কোনদিন খেত না। এত ছোট বাচ্চা কীভাবে যে টের পেত কে জানে। ওকে আমরা অনেকভাবে চেষ্টা করেছি। ওর মুখের কাছে নিলেও খেত না। মুখ ফিরিয়ে নিত। শত চেষ্টা করেও কোনোদিন কেউ ওকে কবুতরের মাংস খাওয়াতে পারেনি।

আব্বার সঙ্গে প্রতি ১৫ দিন পর আমরা দেখা করতে যেতাম। রাসেলকে নিয়ে গেলে ও আর আসতে চাইত না। খুবই কান্নাকাটি করত। ওকে বোঝানো হয়েছিল যে আব্বার বাসা জেলখানা আর আমরা আব্বার বাসায় বেড়াতে এসেছি। আমরা বাসায় ফেরত যাব। বেশ কষ্ট করেই ওকে বাসায় ফিরিয়ে আনা হতো। আর আব্বার মনের অবস্থা কী হতো তা আমরা বুঝতে পারতাম। বাসায় আব্বার জন্য কান্নাকাটি করলে মা ওকে বোঝাত এবং মাকে আব্বা বলে ডাকতে শেখাতেন। মাকেই আব্বা বলে ডাকত।

১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি আব্বাকে আগরতলা মামলায় আসামি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে বন্দি করে রাখে। ছয় মাস পর্যন্ত আব্বার সাথে দেখা হয়নি। আমরা জানতেও পারিনি আব্বা কেমন আছেন কোথায় আছেন। রাসেলের শরীর খারাপ হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে আরও জেদ করতে শুরু করে। ছোট্ট বাচ্চা মনের কষ্টের কথা মুখ ফুটে বলতেও পারে না, আবার সহ্যও করতে পারে না। কী যে কষ্ট ওর বুকের ভেতরে তা আমরা বুঝতে পারতাম।

কলেজ শেষ করে ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। মা আব্বার মামলা ও পার্টির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। প্রায়ই বাসার বাইরে যেতে হয়। মামলার সময় কোর্টে যান। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন জোরদার করার জন্য ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ১৯৬৮ সালে ৬-দফা ও ১১-দফা আন্দোলন নিয়ে সবাই ব্যস্ত। আন্দোলন-সংগ্রাম তখন জোরদার হয়েছে। রাসেলকে সময় দিতে পারি না বেশি। আম্বিয়ার মা সব সময় দেখে রাখত। এমনি খাবার খেতে চাইত না কিন্তু রান্নাঘরে যখন সবাই খেত তখন ওদের সাথে বসত। পাশের ঘরে বসে লাল ফুল আঁকা থালায় করে পিঁড়ি

পেতে বসে কাজের লোকদের সাথে ভাত খেতে পছন্দ করত। আমাদের একটা পোষা কুকুর ছিল, ওর নাম টমি। সবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। ছোট্ট রাসেলও টমিকে নিয়ে খেলত। একদিন খেলতে খেলতে হঠাৎ টমি ঘেউ ঘেউ করে ডেকে ওঠে, রাসেল ভয় পেয়ে যায়। কাঁদতে কাঁদতে রেহানার কাছে এসে বলে 'টমি বকা দিচ্ছে'। তার কথা শুনে আমরা তো হেসে মরি। টমি আবার কীভাবে বকা দিল কিন্তু রাসেলকে দেখে মনে হলো বিষয়টা বেশ গম্ভীর। টমি তাকে বকা দিয়েছে এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না, কারণ টমিকে সে খুবই ভালোবাসতো। হাতে করে খাবার দিত। নিজের পছন্দমতো খাবারগুলো টমিকে ভাগ দেবেই, কাজেই সেই টমি বকা দিলে দুঃখ তো পাবেই।

১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রায় তিন বছর পর আব্বা গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে যখন মুক্তি পান তখন রাসেলের বয়স চার বছর পার হয়েছে কিন্তু ভীষণ রোগা হয়ে গিয়েছিল বলে আরও ছোট্ট দেখাত। ওর মধ্যে আর একটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করলাম। খেলার ফাঁকে ফাঁকে কিছুক্ষণ পরপরই আব্বাকে দেখে আসত। আব্বা নিচে অফিস করতেন। আমরা তখন দোতলায় উঠে গেছি। ও সারাদিন নিচে খেলা করত। আর কিছুক্ষণ পরপর আব্বাকে দেখতে যেত। মনে মনে বোধহয় ভয় পেত যে আব্বাকে বুঝি আবার হারায়।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে, তখন বাসার সামনে দিয়ে মিছিল যেত আর মাঝে মধ্যে পুলিশের গাড়ি চলাচল করত। দোতলার বারান্দায় রাসেল খেলা করত, যখনই দেখত পুলিশের গাড়ি যাচ্ছে তখনই চিৎকার করে বলত, 'ও পুলিশ, কাল হরতাল'। যদিও ওই ছোট্ট মানুষের কণ্ঠস্বর পুলিশের কানে পৌঁছত না কিন্তু রাসেল হরতালের কথা বলবেই। বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হরতাল হরতাল বলে চিৎকার করত। স্লোগান দিত 'জয় বাংলা'। আমরা বাসায় সবাই আন্দোলনের ব্যাপারে আলোচনা করতাম, ও সব শুনত এবং নিজেই আবার তা বলত।

১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা চালালে আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ছাব্বিশ মার্চ প্রথম প্রহরের পরপরই আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরদিন আবার আমাদের বাসা আক্রমণ করে। রাসেলকে নিয়ে মা ও জামাল পাশের বাসায় আশ্রয় নেয়। কামাল আমাদের বাসার পেছনে জাপানি কনস্যুলেটের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। কামাল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চলে যায়। আমার মা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হন। আমাদের ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কে (পুরাতন) একটা একতলা বাসায় বন্দি করে রাখে।

ছোট্ট রাসেলও বন্দি জীবনযাপন করতে শুরু করে। ঠিকমতো খাবার দাবার নেই। কোনো খেলনা নেই, বইপত্র নেই, কী কষ্টের দিন যে ওর জন্য শুরু হলো। বন্দিখানায় থাকতে আব্বার কোনো খবরই আমরা জানি না। কোথায় আছেন কেমন আছেন কিছুই জানি না। প্রথমদিকে রাসেল আব্বার জন্য খুব কান্নাকাটি করত। তার ওপর আদরের কামাল ভাইকে পাচ্ছে না, সেটাও ওর জন্য কষ্টকর। মনের কষ্ট কীভাবে চেপে রাখবে আর কীভাবেই বা ব্যক্ত করবে। চোখের কোণে সব সময় পানি। যদি জিজ্ঞাসা করতাম, 'কি হয়েছে রাসেল?' বলত 'চোখে ময়লা'।

ওই ছোট্ট বয়সে সে চেষ্টা করত মনের কষ্ট লুকাতে। মাঝে মধ্যে রমার কাছে বলত। রমা ছোট থেকেই আমাদের বাসায় থাকত, ওর সাথে খেলত। পারিবারিকভাবে ওদের বংশ পরম্পরায় আমাদের বাড়িতে বিভিন্ন কাজ করত। ওকে মাঝে মধ্যে দুঃখের কথা বলত। ওর চোখে পানি দেখলে যদি জিজ্ঞেস করতাম, বলত চোখে যেন কী হয়েছে। অবাক লাগত এটুকু একটা শিশু কীভাবে নিজের কষ্ট লুকাতে শিখল। আমরা বন্দিখানায় সব সময় দুঃশ্চিন্তায় থাকতাম, কারণ পাকবাহিনী মাঝে মধ্যেই ঘরে এসে সার্চ করত। আমাদের নানা কথা বলত। জামালকে বলত, তোমাকে ধরে নিয়ে শিক্ষা দেব। রেহানাকে নিয়েও খুব চিন্তা হতো। জয় এরই মাঝে জন্ম নেয়। জয় হওয়ার পর রাসেল যেন একটু আনন্দ পায়। সারাক্ষণ জয়ের কাছে থাকত। ওর খোঁজ নিত।

যখন ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধ শুরু হয় তখন তার জয়কে নিয়েই চিন্তা। এর কারণ হলো, আমাদের বাসার ছাদে বাঙ্কার করে মেশিনগান বসানো ছিল, দিন-রাতই গোলাগুলি করত। প্রচন্ড আওয়াজ হতো। জয়কে বিছানায় শোয়াতে কষ্ট হতো। এটুকু ছোট্ট বাচ্চা মাত্র চার মাস বয়স, মেশিনগানের গুলিতে কেঁপে কেঁপে উঠত।

এর ওপর শুরু হলো এয়ার রেইড। আক্রমণের সময় সাইরেন বাজত। রাসেল এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিল। যখনই সাইরেন বাজত বা আকাশে মেঘের মতো আওয়াজ হতো, রাসেল তুলা নিয়ে এসে জয়ের কানে গুঁজে দিত। আমরা বলতাম, তোমার কানেও দাও। নিজেও তখন দিত। সব সময় পকেটে তুলা রাখত।

সে সময় খাবার কষ্টও ছিল, ওর পছন্দের কোনো খাবার দেওয়া সম্ভব হতো না। দিনের পর দিন ঘরে বন্দি থাকা, কোনো খেলার সাথি নেই। পছন্দমতো খাবার পাচ্ছে না, একটা ছোট বাচ্চার জন্য কত কষ্ট নিয়ে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে তা কল্পনাও করা যায় না।

রাসেল অত্যন্ত মেধাবী ছিল। পাক সেনারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করত। ও জানালায় দাঁড়িয়ে সব দেখত। অনেক অস্ত্রের নামও শিখেছিল। যখন এয়ার রেইড হতো তখন পাক সেনারা বাঙ্কারে ঢুকে যেত আর আমরা তখন বারান্দায় বের হওয়ার সুযোগ পেতাম। আকাশে যুদ্ধবিমানের 'ডগ ফাইট' দেখারও সুযোগ হয়েছিল। প্লেন দেখা গেলেই রাসেল খুব খুশি হয়ে হাতে তালি দিত।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে সারেন্ডার হয়, পাকিস্তান যুদ্ধে হেরে যায়, বাংলাদেশ মুক্ত হয়। আমরা সেদিন মুক্তি পাই নি। আমরা মুক্তি পাই ১৭ ডিসেম্বর সকালে। যে মুহূর্তে আমরা মুক্ত হলাম এবং বাসার সৈনিকদের ভারতীয় মিত্র বাহিনী বন্দি করল, তারপর থেকে আমাদের বাসায় দলে দলে মানুষ আসতে শুরু করল। এর মধ্যে রাসেল মাথায় একটা হেলমেট পরে নিল, সাথে টিটোও একটা পরল।

দুইজন হেলমেট পরে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শুরু করল। আমরা তখন একদিকে মুক্তির আনন্দে উদ্বেলিত আবার আব্বা, কামাল, জামালসহ অগণিত মানুষের জন্য দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। কে বেঁচে আছে কে নেই কিছুই তো জানি না। এক অনিশ্চয়তার ভার বুকে নিয়ে বিজয়ের উল্লাস করছি। চোখে পানি, মুখে হাসি– এই ক্ষণগুলো ছিল অদ্ভুত এক অনুভূতি নিয়ে, কখনও হাসছি, কখনও কান্নাকাটি করছি। আমাদের কাঁদতে দেখলেই রাসেল মন খারাপ করত। ওর ছোট্ট বুকের ব্যথা আমরা কতটুকু অনুভব করতে পারি? এর মধ্যে কামাল ও জামাল রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসেছে। রাসেলের আনন্দ ভাইদের পেয়ে, কিন্তু তখন তার দু'চোখ ব্যথায় ভরা, মুখফুটে বেশি কথা বলত না কিন্তু ওই দুটো চোখ যে সব সময় আব্বাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তা আমি অনুভব করতে পারতাম।

আমরা যে বাসায় ছিলাম তার সামনে একটা বাড়ি ভাড়া নেয়া হলো। কারণ এত মানুষ আসছে যে বাসায় জায়গা দেয়া যাচ্ছে না। এদিকে আমাদের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসা লুটপাট করে বাথরুম, দরজা-জানালা সব ভেঙে রেখে গেছে পাকসেনারা। মেরামত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি আব্বা ফিরে এলেন বন্দিখানা থেকে মুক্তি পেয়ে। আমার দাদা রাসেলকে নিয়ে এয়ারপোর্ট গেলেন আব্বাকে আনতে। লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল সেদিন, আব্বা প্রথম গেলেন তার মানুষের কাছে। এরপর এলেন বাড়িতে। আমরা সামনের বড় বাড়িটায় উঠলাম। ছোট যে বাসাটায় বন্দি ছিলাম সে বাসাটা দেশ-বিদেশ থেকে সব সময় সাংবাদিক ফটোগ্রাফার আসত আর ছবি নিত। মাত্র দুটো কামরা ছিল। আব্বার থাকার মতো জায়গা ছিল না এবং কোনো ফার্নিচারও ছিল না। যা হোক, সব কিছু তড়িঘড়ি করে জোগাড় করা হলো।

রাসেলের সব থেকে আনন্দের দিন এলো যেদিন আব্বা ফিরে এলেন। এক মুহূর্ত যেন আব্বাকে কাছ ছাড়া করতে চাইত না। সব সময় আব্বার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াত। ওর জন্য ইতোমধ্যে অনেক খেলনাও আনা হয়েছে। ছোট সাইকেল এসেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরপরই ও আব্বার কাছে চলে যেত।

ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা ৩২ নম্বর সড়কে আমাদের বাসায় ফিরে এলাম। বাসাটা মেরামত করা হয়েছে। রাসেলের মুখে হাসি, সারা দিন খেলা নিয়ে ব্যস্ত। এর মাঝে গণভবনও মেরামত করা হয়েছে। পুরনো গণভবন বর্তমানে সুগন্ধ্যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার হতো। এবার গণভবন ও তার পাশেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কার্যক্রম শুরু করা হলো। গণভবন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসস্থান আর এর পাশেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ভেতর থেকে রাস্তা ছিল, হেঁটেই কার্যালয়ে যাওয়া যেত।

আব্বা প্রতিদিন সকালে অফিসে আসতেন, দুপুরে গণভবনে বিশ্রাম নিতেন, এখানেই খাবার খেতেন। বিকেলে হাঁটতেন আর এখানেই অফিস করতেন।

রাসেল প্রতিদিন বিকালে গণভবনে আসত। তার সাইকেলটাও সাথে নিয়ে আসত। রাসেলের মাছ ধরার খুব শখ ছিল কিন্তু মাছ ধরে আবার ছেড়ে দিত। মাছ ধরবে আর ছাড়বে এটা তার খেলা ছিল। একবার আমরা সবাই মিলে উত্তরা গণভবন নাটোর যাই। সেখানেও সারাদিন মাছ ধরতেই ব্যস্ত থাকত।

রাসেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলে ভর্তি হয়। তবে স্কুলে যেতে মাঝে মধ্যেই আপত্তি জানাত। তখন সে যাকে সাথে নিতে চাইবে তাকেই পাঠাতে হতো। বাসায় পড়ার জন্য টিচার ছিল কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে যে শিক্ষকের কাছে পড়েছি তার কাছে পড়বে না। তখন ও স্কুলে ভর্তি হয়নি এটা স্বাধীনতার আগের ঘটনা, তার পছন্দ ছিল ওমর আলীকে। বগুড়ায় বাড়ি। দি পিপল পত্রিকার অ্যাডে কণ্ঠ দিয়েছিল, টেলিভিশনে ইংরেজি খবর পড়ত। মাঝে মধ্যে আমাদের বাসায় আসত, তখন রাসেলের জন্য অনেক 'কমিক' বই নিয়ে আসত এবং রাসেলকে পড়ে শোনাত। যা হোক, স্বাধীনতার পরে একজন ভদ্র মহিলা রাসেলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো। রাসেলকে পড়ানো খুব সহজ ছিল না। শিক্ষিকাকে তার কথাই শুনতে হতো। প্রতিদিন শিক্ষিকাকে দুটো করে মিষ্টি খেতে হবে। আর এ মিষ্টি না খেলে সে পড়বে না। কাজেই শিক্ষিকাকে খেতেই হতো। তাছাড়া সব সময় তার লক্ষ্য থাকত শিক্ষিকার যেন কোনো অসুবিধ না হয়। মানুষকে আপ্যায়ন করতে খুবই পছন্দ করত।

টুঙ্গিপাড়া গ্রামের বাড়িতে গেলে তার খেলাধুলার অনেক সাথী ছিল। গ্রামের ছোট ছোট অনেক বাচ্চাদের জড়ো করত। তাদের জন্য ডামি বন্দুক বানিয়ে দিয়েছিল। সেই বন্দুক হাতে তাদের প্যারেড করাত। প্রত্যেকের জন্য খাবার কিনে দিত। রাসেলের ক্ষুদে বাহিনীর জন্য জামা-কাপড় ঢাকা থেকেই কিনে দিতে হতো। মা কাপড়-চোপড় কিনে টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যেতেন। রাসেল সেই কাপড় তার ক্ষুদে বাহিনীকে দিত। সব সময় মা কাপড়-চোপড় কিনে আলমারিতে রেখে দিতেন। নাসের কাকা রাসেলকে এক টাকার নোটের বান্ডিল দিতেন। ক্ষুদে বাহিনীকে বিস্কুট লজেন্স কিনে খেতে টাকা দিত। প্যারেড শেষ হলে তাদের হাতে টাকা দিত। এই ক্ষুদে বাহিনীকে নিয়ে বাড়ির উঠোনেই খেলা করত। রাসেলকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করত, বড় হলে তুমি কি হবে? তা হলে বলত, আমি আর্মি অফিসার হব।

ওর খুব ইচ্ছা ছিল সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন থেকেই ওর এই ইচ্ছা। কামাল ও জামাল মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর সব গল্প বলার জন্য আবদার করত। খুব আগ্রহ নিয়ে শুনত।

রাসেল আব্বাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করত। আব্বাকে মোটেই ছাড়তে চাইত না। যেখানে যেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব আব্বা ওকে নিয়ে যেতেন। মা ওর জন্য প্রিন্স স্যুট বানিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ আব্বা প্রিন্স স্যুট যেদিন পরতেন, রাসেলও পরত। কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই তার নিজের পছন্দ ছিল। তবে একবার

একটা পছন্দ হলে তা আর ছাড়তে চাইত না। ওর নিজের একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল। নিজের পছন্দের ওপর খুব বিশ্বাস ছিল। খুব স্বাধীন মত নিয়ে চলতে চাইত। ছোট মানুষটার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে অবাক হতে হতো। বড় হলে সে যে বিশেষ কেউ একটা হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

জাপান থেকে আব্বার রাষ্ট্রীয় সফরে দাওয়াত আসে। জাপানিরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেয়। শরণার্থীদের সাহায্য করে জাপানের শিশুরা তাদের টিফিনের টাকা দেয় আমাদের দেশের শিশুদের জন্য।

সেই জাপান যখন আমন্ত্রণ জানায় তখন গোটা পরিবারকেই আমন্ত্রণ দেয় বিশেষভাবে রাসেলের কথা তারা উল্লেখ করে। রাসেল ও রেহানা আব্বার সাথে জাপান যায়। রাসেলের জন্য বিশেষ কর্মসূচিও রাখে জাপানি সরকার। খুব আনন্দ করেছিল রাসেল সেই সফরে। তবে মাকে ছেড়ে কোথাও ওর থাকতে খুব কষ্ট হয়। সারা দিন খুব ব্যস্ত থাকত কিন্তু রাতে আব্বার কাছেই ঘুমাত। আর তখন মাকে মনে পড়ত। মা'র কথা মনে পড়লেই মন খারাপ করত। আব্বার সঙ্গে দেশেও বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগ দিত। আব্বা নেভির কর্মসূচিতে যান। সমুদ্রে জাহাজ কমিশন করতে গেলে সেখানে রাসেলকে সাথে নিয়ে যান। খুব আনন্দ করেছিল ছোট্ট রাসেল।

রাসেলের একবার খুব বড় অ্যাকসিডেন্ট হলো। সে দিনটার কথা এখনও মনে পড়লে গা শিউরে ওঠে। রাসেলের একটা ছোট 'মপেট' মোটরসাইকেল ছিল আর একটা সাইকেলও ছিল। বাসায় কখনও রাস্তায় সাইকেল নিয়ে চলে যেত। পাশের বাড়ির ছেলেরা ওর সঙ্গে সাইকেল চালাত। আদিল ও ইমরান দুই ভাই এবং রাসেল একই সঙ্গে খেলা করত। একদিন 'মপেট' চালানোর সময় রাসেল পড়ে যায় আর ওর পা আটকে যায় সাইকেরের পাইপে। বেশ কষ্ট করে পা বের করে। আমি বাসার উপর তলায় জয় ও পুতুলকে নিয়ে ঘরে। হঠাৎ রাসেলের কান্নার আওয়াজ পাই। ছুটে উত্তর-পশ্চিমের খোলা বারান্দায় চলে আসি, চিৎকার করে সবাইকে ডাকি। এর মধ্যে দেখি ওকে কোলে নিয়ে আসছে পায়ের অনেকখানি জায়গা পুড়ে গেছে। বেশ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার এসে ওষুধ দিল। অনেক দিন পর্যন্ত পায়ের ঘা নিয়ে কষ্ট পেয়েছিল। এর মধ্যে আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাশিয়া যান চিকিৎসা করাতে।

সেখানে রাসেলের পায়ের চিকিৎসা হয় কিন্তু সারতে অনেক সময় নেয়। আমাদের সবার আদরের ছোট্ট ভাইটি। ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। খুবই সাবধানী ছিল। আর এখন এত কষ্ট পাচ্ছে।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে কামাল ও জামালের বিয়ে হয়। হলুদ ও বিয়ের অনুষ্ঠানে আমরা অনেক মজা করি। বাইরে চাকচিক্য বেশি ছিল না কিন্তু ভেতরে আমরা আত্মীয়স্বজন মিলে খুব আনন্দ করি। বিশেষ করে হলুদের দিন সবাই খুব রং খেলে। রাসেল ওর সমবয়সীদের সাথে মিলে রং খেলে। বিয়ের সময় দুই ভাইয়ের পাশে পাশেই থাকে। দুই ভাইয়ের বিয়ে কাছাকাছি সময়েই হয়। কামালের ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই, আর জামালের ১৭ জুলাই বিয়ে হয়। সবসময় ভাবীদের পাশে ঘুরঘুর করত। কার কী লাগবে খেয়াল রাখত।

৩০ জুলাই আমি জার্মানিতে স্বামীর কর্মস্থলে যাই। রাসেলের মন খুব খারাপ ছিল। কারণ জয়ের সাথে একসাথে খেলত। সব থেকে মজা করত যখন রাসেল জয়ের কাছ থেকে কোনো খেলনা নিতে চাইত তখন জয়কে চকলেট দিত। আর চকলেট পেয়ে জয় হাতের খেলনা দিয়ে দিত, বিশেষ করে গাড়ি। রাসেল গাড়ি নিয়ে খেলত, জয়ের যেই চকলেট খাওয়া শেষ হয়ে যেত তখন বলত চকলেট শেষ, গাড়ি ফেরত দাও। তখন রাসেল আবার বলত, চকলেট ফেরত দাও, গাড়ি ফেরত দিব। এই নিয়ে মাঝে মধ্যে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেত, কান্নাকাটি শুরু হতো।

মা সব সময় আবার জয়ের পক্ষ নিতেন। রাসেল খুব মজাই পেত। পুতুলের খেলার জন্য একটা ছোট্ট খেলনা পুতুল ও প্রাম ছিল। ওই প্রাম থেকে খেলার পুতুল সরিয়ে পুতুলকে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে বেড়াত। পুতুল এত ছোট ছিল যে, খেলার প্রামে ভালোই বসে থাকত। রাসেল খুব মজা করে জয়-পুতুলকে নিয়ে খেলত। আমি জার্মানি যাওয়ার সময় রেহানাকে আমার সাথে নিয়ে যাই। রাসেলকে সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওর হঠাৎ জন্ডিস হয়, শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। সে কারণে মা ওকে আর আমাদের সাথে যেতে দেননি। রাসেলকে যদি সেদিন আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারতাম তা হলে ওকে আর হারাতে হতো না।

১৯৭৫ সালের পনের আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিল ছোট্ট রাসেলকে। মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচা সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল রাসেলকে। ওই ছোট্ট বুকটা কি তখন ব্যথায় কষ্টে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাদের সান্নিধ্যে স্নেহ-আদরে হেসে খেলে বড় হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে ওর মনের কী অবস্থা হয়েছিল- কী কষ্টই না ও পেয়েছিল– কেন কেন কেন আমার রাসেলকে এত কষ্ট দিয়ে কেড়ে নিল? আমি কি কোনোদিন এই কেনর উত্তর পাব?? ■

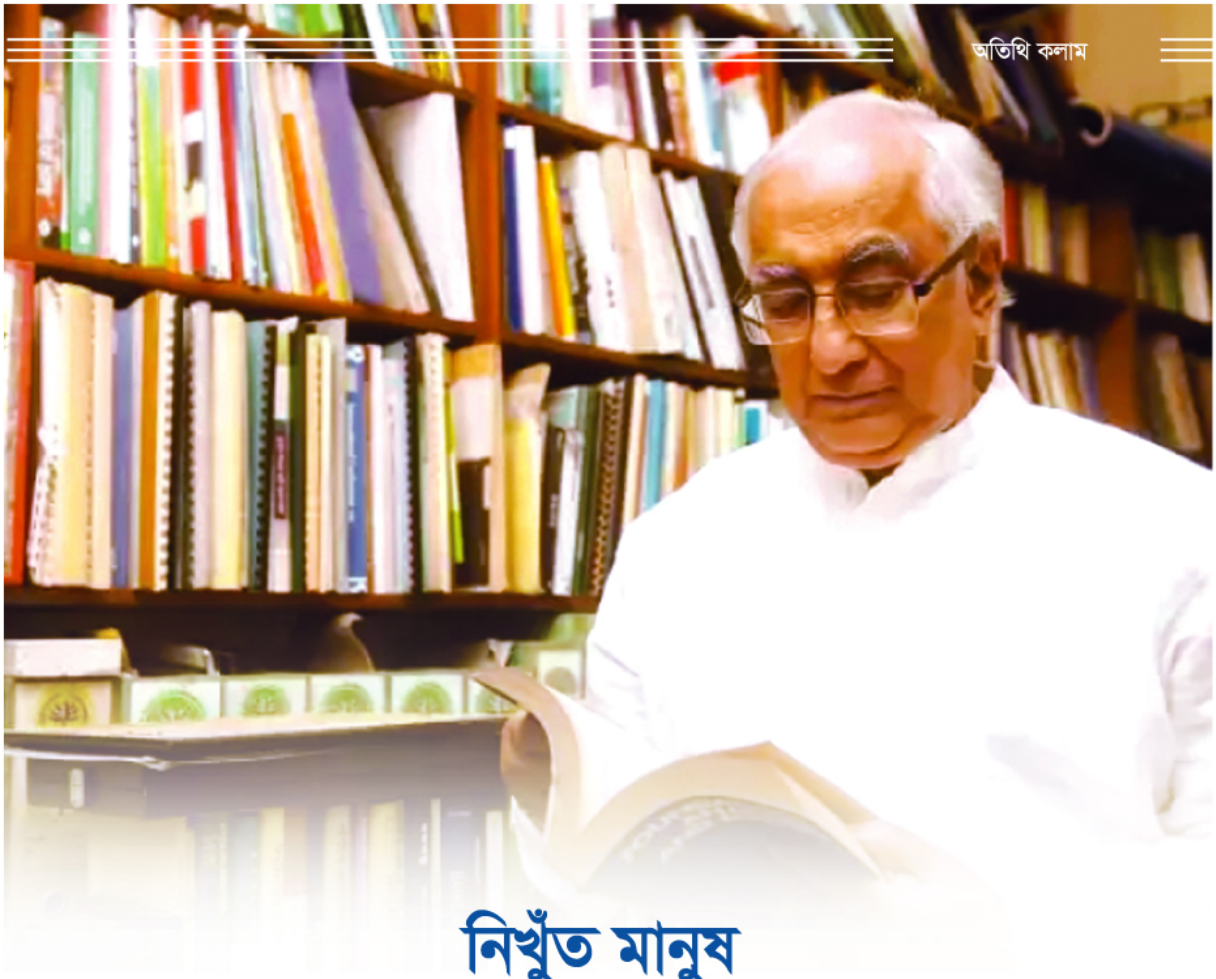

নিখুঁত মানুষ

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল

প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী এ দেশে প্রায় সবার কাছে 'জেআরসি' স্যার নামে পরিচিত। রাষ্ট্র তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে সম্মান দিয়েছে, তবে তিনি তাঁর অনেক আগে থেকেই এ দেশে প্রায় সবার স্যার। একজন মানুষ কী পরিমাণ সত্যিকারের কাজ করতে পারে, তা প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীকে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। আজ (মঙ্গলবার) ভোরে ঘুম থেকে উঠেই খবর পেয়েছি তিনি আর নেই। খবরটা পাওয়ার পর থেকেই এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছি। তাঁর কথা নয়, আমাদের নিজেদের কথা মনে হচ্ছে। স্বার্থপরের মতো মনে হচ্ছে, এখন আমাদের কী হবে? কে আমাদের দেখেশুনে রাখবে? কে আমাদের বিশাল মহিরুহের মতো ছায়া দিয়ে যাবে? বিপদে-আপদে কে আমাদের বুক আগলে রক্ষা করবে? আমাদের স্বপ্নগুলো সত্যি করে দেওয়ার জন্য এখন আমরা কার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকব? আমি জানি তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করার মতো কেউ নেই। অনেকেই আছেন যারা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষ, কিন্তু জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সবগুলোতে সমানভাবে দক্ষ এবং তাদের সবগুলোর মাঝে এক ধরনের বিস্ময়কর সমন্বয় আছে এ রকম মানুষ আমি খুব বেশি দেখিনি। তাঁর প্রায় অলৌকিক মেধার সঙ্গে যোগ হয়েছিল সত্যিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ছিলেন শতভাগ খাঁটি মানুষ সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এ দেশের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, সবচেয়ে নির্ভরশীল একজন মানুষ। কর্মজীবনে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এ দেশের সব বড় বড় ভৌত-অবকাঠামোর সঙ্গে তিনি কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন। তার পাশাপাশি এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের যে উদ্যোগ সেখানেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমাদের দেশের গণিত অলিম্পিয়াডের যে আন্দোলন সেখানেও তিনি আমাদের সামনে ছিলেন। এ দেশের সবাই জানে, যে কোনোভাবে তাঁকে যদি কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া যেত, তারপর আর সেটি নিয়ে কারও মাথা ঘামাতে হতো না।

প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৯৮ সালের দিকে যখন তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে এসেছিলেন। এটি বিস্ময়কর যে, ঘটনাক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথাটিও হয়েছে সেই সমাবর্তনের বক্তব্যটি নিয়ে। অল্প কিছুদিন আগে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কোনোভাবে তাঁর সেই বক্তব্যটির একটি কপি সংগ্রহ করে দিতে পরবো কিনা। তিনি তাঁর নিজের কাছে সেটি খুঁজে পাচ্ছেন না। কাগজপত্র সংরক্ষণের ব্যাপারে আমার থেকে

খারাপ কেউ হতে পারে না, কিন্তু আমার কোনো কোনো সহকর্মী সে ব্যাপারে অসম্ভব ভালো। সে রকম একজন আমাকে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর সমাবর্তন বক্তব্যটি বের করে দিয়েছিলেন, আমি সেটাই তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী সেটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা ইমেইল পাঠিয়েছিলেন। সেটাই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। তিনি আমাদের সঙ্গে আর নেই খবরটি পাওয়ার পর সুদীর্ঘ ২২ বছর পর আমি তাঁর সমাবর্তন বক্তব্যটি আবার পরছি। আমি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করেছি প্রায় দুই যুগ আগে তিনি কত নিখুতভাবে আমাদের দেশের সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করেছিলেন। সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো নিয়ে অভিযোগ করে তার দায়িত্ব শেষ করে দেননি, তিনি তার সম্ভব্য সমাধানগুলোর পথ দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদরে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তি নানা বিষয়ে তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সেবা রপ্তানির সম্ভাবনা এবং সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য একটি কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটি ব্যবহার করে আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তির ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। সমাবর্তন বক্তব্যে তিনি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সে বিষয়গুলো নিয়ে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। (ঘটনাক্রমে এর ঠিক ২০ বছর পর জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের অনুরোধে আমি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে সমাবর্তন বক্তার বক্তব্য দিয়েছিলাম। তাঁর বক্তব্যের তুলনায় আমার বক্তব্য ছিল সারবস্তুহীন প্রায় ছেলেমানুষি বক্তব্য)!

আমি ভিন্ন শহরের ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম কিন্তু নানা ধরনের কাজের কারণে তাঁকে আমি যতেষ্ট কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যেত এই সহজ সরল অনাড়ম্বর মানুষটি কত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার মানুষ। শুধু যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা তা নয়, তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। প্রফেসর মোহাম্মদ কায়কোবাদের একটি বইয়ের নাম 'গণিতরে সমস্যা ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে গল্প' সেই বইয়ে তিনি পৃথিবীর অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদের সঙ্গে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী নাম উল্লেখ করে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। সেগুলো অবিশ্বাস্য। যেমন, তিনি ঢাকা কলেজে তাঁর ১২০ জন সহপাঠীর নাম এবং রোল নম্বর ৫০ কিংবা ৬০ বছর পরও হুবহু বলে দিতে পরতেন।

একবার জাপান সরকারের উদ্যোগে ব্যাংককের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর সঙ্গে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তখন বেশ কয়েকটি দিন তাঁকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। নানা বিদেশির ভিতর শুধু আমরা দুজন বাংলাদেশের, তাই বেশ কয়েকটি দিন আমি তাঁর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন অসাধারণ প্রতিভাবান একজন অত্যন্ত সফল মানুষের ভিতরকার সহজ-সরল মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর উপস্থাপনার কারণে, বলা যায় তিনি একাই পুরো সম্মেলনটি নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ রকম একজন মানুষকে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেতৃত্ব দিতে দেখলে যে কোনো মানুষের বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যেতে বাধ্য। তিনি প্রায় অলৌকিক একটি মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি প্রায় সেটাকে শানিত রাখতেন, কখনোই এই মহামূল্যবান জিনিসটির অপব্যবহার করেননি। অন্য কিছু করার না থাকলে তিনি আপনমনে সুডোকোর জটিল ধাঁধা সমাধান করে যেতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলা কিংবা তাঁর কথা শোনা একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা, পৃথিবীর এমন কোনো চমকপ্রদ তথ্য নেই যেটি তিনি জানতেন না। একজন মানুষ কেমন করে এত কিছু জানতে পারে তা তাঁকে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। আমার জন্য তাঁর সম্ভবত এক ধরনের দুর্ভাবনা ছিল। সিলেটের বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে গিয়ে যখন মাঝে মাঝেই নানা ধরনের বিপদের মুখোমুখি হতে শুরু করেছি তখন একবার তিনি আমাকে ফোন করে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমি ঢাকা চলে আসতে চাই কিনা। তত দিনে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য এক ধরনের মায়া জন্মে গেছে, তাই আমি সিলেট ছেড়ে যাইনি। আমার মতো এ রকম আরও কত মানুষকে তিনি না জানি কত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। মনে আছে তিনি একবার ফোন করে আমার বাসার ঠিকানা জানতে চাইলেন, আমি কারণ জিজ্ঞাস করলাম, স্যার বললেন, তিনি তাঁর মেয়র বিয়ের কার্ড দিতে আসবেন। ঢাকা শহরে শুধু বিয়ের কার্ড দেওয়ার জন্য একজনের বাসায় যাওয়ার মতো দুঃসাধ্য কাজ আর কী হতে পারে। আমি স্যারকে বললাম, কার্ড দিতে হবে না, আমাকে শুধু বিয়ের দিনক্ষণটি জানিয়ে দিন আমি হাজির হয়ে যাব। কিংবা খামের ওপর ঠিকানা লিখে কুরিয়ার করে দিন, আমি পেয়ে যাব! স্যার রাজি হলেন না, তিনি আমাদের বাঙালি ঐতিহ্য মেনে নিজের হাতে মেয়ের বিয়ের কার্ডটি পৌঁছে দেবেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি নিজে আমার বাসায় এসে তাঁর মেয়ের বিয়ের কার্ডটি আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। (জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের এই মেধাবী মেয়েটি এমআইটিতে তার বাসায় দাওয়াত করে আমাদের পুরো পরিবারকে রান্না করে খাইয়েছিল। করোনাভাইরাসের কারণে পুরো পৃথিবী আটকা পড়ে আছে, মেয়েটি এখন নিশ্চয়ই কত মন খারাপ করে কোনো দূর দেশে বসে আছে। ছেলেটিও এখানে নেই, শুধু স্যার এর স্ত্রী আছেন। তাঁর জন্য খুব মন খারাপ হচ্ছে, কারণ তিনি শুধু স্যারের স্ত্রী নন, বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের আমাদের সবার এমি আপা)।

আমি জানি না, জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যারের মাথায় মৃত্যুচিন্তা এসেছিল কিনা। আন্তর্জাতিক আন্তবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালে বাংলাদেশে হবে। এ আয়োজন করার মূল কাজটি তিনি করেছিলেন। তাঁর একজন আপনজন যখন একবার তাঁকে এ প্রতিযোগিতাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাস করেছিল তখন তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, জানি না তখন আমি বেঁচে থাকব কিনা। তিনি কি অনুমান করেছিলেন যে আর বেশিদিন থাকবেন না? এই নিখুঁততম মানুষটি ছাড়া আমরা কেমন করে এ দেশের তরুণদের নিয়ে, কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস করব?

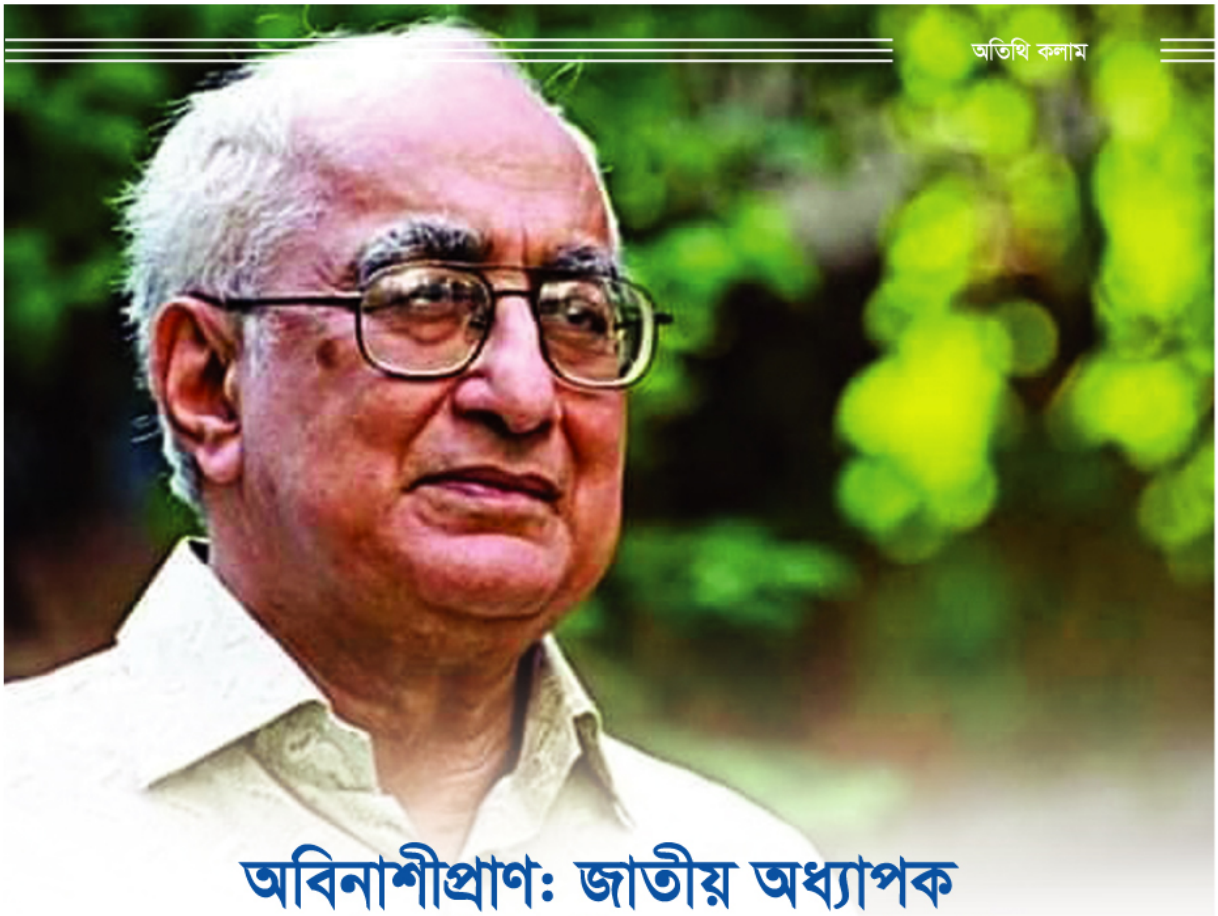

অবিনাশীপ্রাণ: জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী

অধ্যাপিকা হোসনে আরা আজাদ

জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী ২৮ এপ্রিল ২০২০খ্রি. ৭৭ বছর বয়সে আকস্মিক ভাবে গভীর রাতে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রকৌশল জগতের প্রবাদ পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও শিক্ষাবিদ হিসাবে খ্যাত ছিলেন। জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জামিলুর রেজা চৌধুরী ১৯৪৩ সালের ১৫ নভেম্বর সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন, পিতা প্রকৌ. আবিদুর রেজা চৌধুরী ও মাতা হায়াতুন নেছা চৌধুরী। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্তি হন কিন্তু কিছুদিন পরে তাদের পরিবার ঢাকায় চলে আসে। ঢাকায় প্রথমে নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পরে সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুলে থেকে ১৯৫৭ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৫৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। ভর্তি হন তৎকালীন আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯৬৩ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে এডভান্স স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর করেন। সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। "শিয়ার ওয়াল এন্ড স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস অব হাইরাইজ বিল্ডিং" তার পি. এইচ. ডির বিষয় ছিল। স্ত্রী সেলিনা নওরোজ চৌধুরী, মেয়ে কারিশমা ফারহীন চৌধুরী এবং ছেলে কাশিফ রেজা চৌধুরী সহ অসংখ্য গুণ গ্রাহী রেখে গেছেন দেশে বিদেশে। জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী মৃত্যুতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক জ্ঞাপন করেন।

বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধানতম কারিগর ছিলেন তিনি। গত কয়েক দশকে দেশে যত বড় বড় ভৌত অবকাঠামো হয়েছে তার প্রতিটিতেই ছিল তার অবদান। শিক্ষক, নীতি নির্ধারক, গবেষক, অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি খাত এবং রাষ্ট্রের ক্রান্তিকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি দেশের মেগা প্রকল্প বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ প্রকল্পের বিশেষ প্যানেলে চেয়ারম্যান ছিলেন। তারই পথ ধরে এখন প্রমত্ত পদ্মা দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম সেতু তৈরি হচ্ছে সেই প্রকল্পের আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্যানেলে নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। এছাড়াও ঢাকা এলিভেটর এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলি টানেলের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের

বিশেষজ্ঞ নেতৃত্ব তিনিই দিয়ে আসছিলেন। ১৯৯৩ সালে যাদের হাত দিয়ে বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ বিধি বিএনবিসি তৈরি হয়েছিল তাদের একজন জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী। প্রায়ত জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী ৯০ এর দশকের শুরুতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়া তিনি আইইবি'র এক্রিডিয়েশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। বাংলাদেশের কম্পিউটার সোসাইটিতেও তিনি ভাইস-প্রেসিডেন্টর দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের যেমন বাংলাদেশ গণিত আলিম্পিয়াডসহ নানা আয়োজনে তিনি ছিলেন নেতৃত্বের ভূমিকায়। বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য, বহুতল ভবন নির্মাণ, গরীবদের জন্য স্বল্প খরচে আবাসন প্রকল্প, ভূমিকম্প সহনীয় ভবনের নকশা, ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হতে ইমারত রক্ষা, তথ্য প্রযুক্তির এবং প্রকৌশল নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৭০টি প্রবন্ধ রয়েছে তার। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাকে একুশে পদক ছাড়াও জাতীয় অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত করেন্ এ ছাড়াও বৃটেন, জাপান সহ অসংখ্য বিদেশী পদকে ভূষিত এবং ডিগ্রি প্রাপ্ত একমাত্র বাংলাদেশি প্রকৌশলী। তিনি দেশের প্রকৌশল সমাজকে করেছেন গৌরবান্বিত। এতক্ষণ আমি তাঁর পেশাগত ভূমিকাগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্ঠা করেছি।

এর বাইরেও এই খ্যাতনামা প্রকৌশলীর আরো বিশেষ পরিচয় রয়েছে। যার জন্যই আমার এ লেখা। তবে অস্বীকার না করে উপায় নাই যে এই মহামান্য ব্যক্তির জন্য আমার লেখা একদম অসম্ভব হলেও তারপরেও লিখচি এই জন্য যে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বড় বড় কাজের মধ্যেও ছোট ছোট কাজের যে অবদান রাখেন এবং যার মাধ্যমে একজন বড় মানুষের সামগ্রিক পরিচয় ধরা দেয়। জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী আমাদের কাছে জামিল ভাই হিসাবে পরিচিত। ৯০ এর দশকে তিনি যখন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট হন তখন তার সাথে ড. প্রকৌশলী আজাদ আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বলা যায় তখন হতেই জামিল ভাই কে জানতে পারি।

নিজের সরকারি কলেজের শিক্ষকতা এবং ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার সুবাদে আমি প্রায় ২০ বছর চট্টগ্রাম ছিলাম। এর পরে ড. আজাদের ঢাকায় বদলী এবং আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পরে অনেক কষ্টে ঢাকায় বদলী হয়ে আসতে পেরেছিলাম। আসার পরে জানতে পারি ঢাকায় আইইবি'র প্রকৌশলী পত্নীদের একটি সংগঠন মহিলা কমিটি রয়েছে। এই মহিলা কমিটি প্রতিষ্ঠিত করেন ১৯৮৮ সালে তৎকালীন আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্ট প্রয়াত ড. রফিক উদ্দীন আহমেদ। এতে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে মহিলা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব হবেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট এবং সম্মানীত সদস্য সচিবের পত্নীগণ। জামিল ভাইয়েরা আসেন ৯০ সালে। যথারীতি জামিল ভাইয়ের পত্নী সেলিনা নওরোজ চৌধুরী চেয়ারপার্সন এবং আমি সসদ্য সচিবের দায়িত্ব পেলাম। তখনো আমাদের কাজ শুরু হয় নাই। আর আইইবিতে তেমন আসাও হয় নাই। কাজেই এখনকার কাউকে এমনকি জামিল ভাইকেও চিনতামনা বা পরিচয় হয় নাই। এ সময়ে আইইবি'র বার্ষিক কনভেনশন উপলক্ষে দেশের প্রকৌশলী সমাজ ছাড়াও বিদেশের, ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান ও অন্যান্য দেশের প্রকৌশলীগণ পত্নীসহ আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। এই আমন্ত্রিত অতিথিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে জামিল ভাই এবং আজাদসহ অন্য জনেরা পুরুষ বিদেশীদের সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। আর আমি তাদের পত্নীদের সাথে কথা বলছিলাম। হঠাৎ শুনি "মিসেস আজাদ-আমি জামিল" তাড়াতাড়ি ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে সালাম দিলাম। আমি বললাম-ভাবী কোথায়? তিনি বললেন আসে নাই। গাড়ী পাঠিয়ে এখনি নিয়ে আসছি। আমাদের বাসা বেশি দূরে নয়। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে আমি মাথা নাড়ালাম। ভাই চলে গেলেন। একটু পরে ভাবী আসলেন তারপর দু'জন মিলে মহিলা অতিথিদের সাথে আলাপ ও আপ্যায়ন পর্ব শেষ করলাম। পরে আমরাও চলে আসলাম যার যার বাড়ীতে। বাড়ীতে এসেই আমার মনে হলো আমি যে একাকী ছিলাম যার জন্য অতিথিদের সাথে কথা বলতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। তা জামিল ভাই কিভাবে বুঝলেন? তিনিতো অন্যদের সাথে ছিলেন। পরে বুঝে ছিলাম জামিল ভাই এমন একজন মানুষ যিনি অন্যকাজে ব্যস্ত থাকলেও পরিপার্শ্বিকতাকেও অবলোকন করেন। তাই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন আমার কথা বলার সংকোচকতাকে।

কিন্তু অবলীলাক্রমে আমাকে বুঝতে না দিয়ে ভাবীকে আনালেন এভং সুন্দর ভাবে সব কিছু ঠিক ঠাক ভাবে করালেন। আর আমাকেও লজ্জায় পড়তে দিলেন না। তখনো মহিলা কমিটিতে আমারা দায়িত্ব গ্রহণ করিনি। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ইনস্টিটিউশনের একটা অনুষ্ঠানে জামিল ভাই ও ভাবী এবং আজাদ ও আমি যাই। চট্টগ্রামের আমারা কয়েকদিন ছিলাম। এই কয়েকদিনে ভাবীর সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় হয়ে গেল কিন্তু মহিলা কমিটি নিয়ে টুকটাক কথা ছাড়া বেশি কথা হয় নাই। ঢাকায় ফিরলাম। মহিলা কমিটির বিভিন্ন সদস্য ভাবীরা আমাদের ফোন করতে থাকে। এদিকে আমাদের আগের চেয়ারপার্সন সাহানা ভাবী সদস্য সচিব শাকিলা মতিন ভাবী কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের তাগিদ দিতে থাকে। পরে জামিল ভাবী এবং আমি আলোচনা করে মহিলা কমিটিতে যাদের সিদ্ধান্ত নিলাম। কয়েকদিনের মধ্যে সাহানা ভাবী ও শাকিলা ভাবী সহ মহিলা কমিটির আরো সদস্য প্রায়ত লিলি ভাবী, বিলকিস, ময়না, মেরীসহ আরো অনেকে আমাদের বাসায় এসে মহিলা কমিটির খাতাপত্র আমাদের দু'জনকে বুঝিয়ে দেন। তারপর খাওয়া দাওয়া হলো। তার সাথে ঠিক হলো আগামী শনিবার মহিলা কমিটির সভা হবে। অন্যভাবীরা অন্যসদস্যদের জানিয়ে দেবেন। মহিলা কমিটিদের সভা মাসের প্রথম শনিবার হয়। মাসের প্রথম শনিবার আমি ও জামিল ভাবী একসঙ্গে আইইবিতে গেলাম। অচেনা দু'জনকে দেখে হাসমত এগিয়ে আসে। আমরা তখনো হাসমতের নাম জানিনা। তাছাড়াও এর পূর্বে অনুষ্ঠানে আসলেও কেউ আমাদের চেনে না। আমি বললাম ইনি মিসেস জামিলুর রেজা চৌধুরী। মহিলা কমিটির

বর্তমান চেয়ারপার্সন। নিজের কথা আর বললাম না। আমাদের অর্থাৎ মহিলা কমিটির রুমটা দেখিয়ে দাও। সে বলে মহিলা কমিটির নির্দিষ্ট কোনো রুম নাই। তাই তারা বললেন একটা খালি রুম দেখে দিয়ে দাও। বড় রুম দিবে। আরো অনেক সদস্য আসবে। হাসমত দোতলার একটি বড় বাঁশের ঘরে আমাদের নিয়ে যায়। ইতোমধ্যে প্রায় ৩০/৪০ জন প্রকোশলী পত্নীগণ এসে গেছেন। আমরা ভেতরে গিয়ে বসলাম। সবার সাথে পরিচিত হলাম। এবার কার্যক্রম শুরু করলাম। জামিল ভাবী এবং আমি ইতোমধ্যে আলোচনা করে রেখেছিলাম মহিলা কমিটি কেবল আসবে আ চা-নাস্তা খাবে তা হবে না। আমরা কয়েকটা কাজ ঠিক করে ছিলাম।

১. ধর্ম ২. শিক্ষা ৩. সমাজ কল্যাঠু ৪. জাতীয় দিবস পালন ৫. বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া আরো অনেকগুলি। ভাবী সবার হাতে কাগজ কলম দিয়ে বললেন যে কমিটিতে থাকতে ইচ্ছুক সেই কমিটিতে নিজের নাম লিখে দিতে। সবাই অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে নিজের নাম লিখে জমা দিতে থাকে। সাথে হাজিরা খাতায় নাম স্বাক্ষর করে। এভাবে শুরু মহিলা কমিটির তৃতীয় মেয়াদের পথচলা। এর আগে প্রথম কমিটির চেয়ারপার্সন মিসেস বিরজিস আহমেদ চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব মিসেস পারভীন হক দ্বিতীয় কমিটিতে ছিলেন চেয়ারপার্সন মিসেস সাহানা হোসেন এবং সদস্য সচিব মিসেস শাকিলা মতিন। কমিটির দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করলাম কিন্তু মহিলা কমিটির কোন অর্থ নাই। মিটিং করার কোন রুম নাই। কাগজপত্র প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারীর ব্যাগে ব্যাগে থাকে। তারপরও আমাদের সদস্য প্রকৌশলী পত্নীদের কাজ করার অদম্য উৎসাহ দেখে কাজ শুরু করি নবোদ্যমে। প্রথমে প্রত্যেক সদস্য ভাবীদের কাছ হতে ২০ টাকা চাঁদা ধরা হলো। তার সাথে খাবারের দায়িত্ব দেয়া হলো হালিমা নওশের ভাবীকে। তিনি বিনা পয়সায় স্বউদ্যোগে খাওয়াতেন। একদিন আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ জামিল ভাই এর রুম থেকে একজন পিয়ন এসে জামিল ভাবী আর আমাকে বলে স্যারেরা আপনাদের রুমে ডাকছে। সব ভাবীদের দাঁড়করিয়ে আমরা দু'জন গেলাম। দেখি ঘরে বসে আছেন জামিল ভাই আর আজাদ সাহেব। জামিল ভাই বললেন আপনাদের মহিলা কমিটির জন্য আমার পাশের রুমটা দেয়া হলো। রুমটা ছোট তাতে মিটিং করতে হয়তো পারবেন না কিন্তু নিজেদের কাগজপত্র রাখতে পারবেন। এই অপ্রত্যাশিত এবং বহু আকাংখিত রুম পেয়ে কিছু বলতে পারছিলাম না। এমন সময়ে প্রায়ত প্রকৌশলী ইব্রাহিম মিয়া আসলেন। তিনি শুনে বললেন তাহলে রুমটা সাজানোর জন্য টাকাও আপনারা দিবেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ভাবী আপনারা যান। আমি এখনই টাকা নিয়ে আসছি।আমরা বাইরে এসে রুমের কথা বলতেই আমাদের সদস্য ভাবীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। আমার মনে হতো লাগলো ঘর সম্পর্কে আজাদ ও জামিল ভাইকে কোনদিন কিছু বলি নাই বুঝতে পারলাম জামিল ভাই বুঝেছিলেন মহিলা কমিটির না বলা কথা একটা ঘর। তাই তিনি আজাদের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের ঘর স্বয়ং প্রেসিডেন্টের ঘরের পাশের রুমটাই। বুঝলাম দেশের একজন স্বনামধন্য প্রকৌশলী দেশের বড় বড় প্রজেক্টের সাথে যুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করলেও মহিলাদের জন্যও তিনি ভাবেন, শ্রদ্ধা করেন। আর ভাবেন বলেই আইইবিতে মহিলা কমিটির জন্য রুম বরাদ্দ করে দিলেন যা ছিল মহিলা কমিটির সদস্যদের পরম আকাংখিত। যাহোক প্রায়ত ইব্রাহিম ভাই ১০ হাজার টাকাও এনে দিলেন। আমরা উৎসাহে নিজেদের ঘর সাজাতে ব্যস্ত হলাম। সবাই মিলে রুম সাজিয়ে ফেললাম। এর মাঝে একটি চিঠি এলো তাতে লেখা ছিল মহিলা কমিটির জন্য দ্বিবার্ষিক ২৫০০০/- টাকা বরাদ্দের কথা। একটি কথা লেখা হয় নাই যে আমাদের কমিটিকে ইতোমধ্যে দুই বছরের জন্য করা হলো। তবে আইইবি'র পরিচালনা কমিটিও ২ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়েছিল পূর্বে। এভাবে জামিল ভাইকে দেখতে পাই যে মহিলাদের প্রতি তার সম্মান এবং দায়িত্ব বোধ। তিনি শুধু দেশ সেরা প্রকৌশলী ছিলেন। একজন আইইবি'র দায়িত্ববান প্রেসিডেন্ট। আমাদের কোন ফান্ড ছিল না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান টিকেটের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। তাই আমরা প্রথম দিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে আমাদের কার্যক্রম শুরু করলাম। বাইরের কোন খ্যাতনামা শিল্পী নয় আমাদের সদস্য ভাবীরা মিলে সবাই অংশ গ্রহণ করতাম। অনুষ্ঠান গুলো আইইবি'র প্রেসিডেন্ট জামিল ভাই সহ কার্যকরি কমিটির সদস্যগণ উপভোগ করতেন।

এতদিনে আমি জেনেগেছি জামিল ভাই প্রকৌশলী সমাজের গর্বনন শুধু, সারা বিশ্বে তার নাম ছড়িয়ে আছে। তিনিই আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আমরা গৌরব অনুভব করতাম। আইইবি বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমে মহিলা কমিটিকে অন্তর্ভূক্ত করে ফেললেন তিনি। পূর্বে মহিলা কমিটি শুধুমাত্র প্রকৌশলীদের সন্তানদের নিয়ে অনুষ্ঠান করতো। জামিল ভাই মহিলা কমিটির সদস্যদের জন্যও অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করেন। তখন হতেই মহিলা কমিটির প্রকৌশলী পত্নীগণ বিচিত্র অনুষ্ঠান একাংকিকা এবং নাটক করতে থাকে। এই সময়ে মীনাবাজার হতো। তিনি মহিলা কমিটির সদস্যদের জন্য আলাদা মীনাবাজার এবং আইইবি'র জন্য ইন্ড্রাস্টিয়াল প্রদর্শনী, রাজশাহী সিল্ক সহ দেশের বিখ্যাত দ্রব্যের ব্যবস্থা আলাদাভাবে ভাড়ার মাধ্যমে করার ব্যবস্থা করলেন। এই মীনা বাজারে আমাদের স্টল ভাড়া ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রকৌশলী পত্নীগণ স্বহস্তে বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার, শাড়ী, জামাকাপড়ের স্টল দিত। আবার আমাদের স্টলের পুরস্কারও থাকতো। বার্ষিক সম্মেলনের পূর্বে বিভিন্ন স্থান হতে আসা প্রকৌশলী পরিবার আসতো। তাছাড়াও আইইবি প্রসিডেন্ট হিসেবে তিনি আমাদের মীনা বাজার উদ্বোধন করতনে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে প্রথম মীনাবাজারের আহ্বায়ক ছাড়াও বহুবার আমাকে পরিচালনা করতে হয়েছে জামিল ভাইয়ের সময় হতে যে মীনাবাজারের শুরু তা এখন বৃহৎ আকারে হচ্ছে। জামিল ভাই যখন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতেন তখন তিনি বলতেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মেধাবী প্রকৌশলীদের প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে এতদিন অনেক অপূর্ণতা ছিল। সেটা হলো মানবিকদিক সমূহ। আমাদের সে অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিয়েছে মহিলা কমিটি। আমরা বড় বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছি কিন্তু আমাদের অফিস স্টাফ হতে শুরু করে পিয়ন দারোয়ান সুইপার এদের কোন খবর রাখি নাই কিন্তু মহিলা কমিটি এদের সবার খালাম্মা হয়ে গেছে। এদের অসুখ বিসুখ, অভাব, অনাটন, বিয়ে সব কিছুর দেখভাল করছে। প্রয়োজনে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চক্ষু চিকিৎসাসহ সব রকমের চিকিৎসা সেবা তারা দিয়ে যাচ্ছে। এসমস্ত তারা নিজেদের চাঁদার মাধ্যমে সাহায্য করে যাচ্ছে। তাছাড়াও জাতীয় দুর্যোগে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এগুলো আমাদের জন্য বড় অবদান তাদের।

তাছাড়াও প্রত্যেক কনভেনশনে মহিলা কমিটি অর্থ প্রদান করে যাচ্ছে। আমাদের লাইব্রেরির জন্য কম্পিউটার প্রদান করেছে। এর মধ্যে মিসেস জামিল, মিসেস কাশেম ভাবী সহ সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য জামিল ভাইয়ের বন্ধু প্রকৌশলী কাশেম ভাই এর দেয়া জায়গায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্কুলটি জামিল ভাবীর পরিচালনা এবং কাশেম ভাবীসহ আমাদের সদস্য ভাবীদের লেখা পড়ায় পরিচালিত হতে থাকে। স্কুলটির বার্ষিক পুরস্কারসহ যাবতীয় খরচ আমরাই বহন করতাম। আর আমাদের ভাবীরা পালাক্রমে শিক্ষকতা করতেন কিন্তু স্কুলটি পরে নিউ এইজ গামেন্টসের মালিক প্রকৌশলী কাশেম ভাই এর মায়ের নামে গুলশান আরা প্রাইমারী স্কুল নামে এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠার পর হতে মৃত্যুপূর্ব পর্যন্ত আমাদের সাথে তিনি উপস্থিত থেকে এই শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিয়েছেন। একবার সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের আইইবিতে অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার দিয়েছিলেন তিনি। এভাবে জামিল ভাই প্রকৌ. প্রত্নীদের নানা কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে মহিলা কমিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। জামিল ভাই এর বরাদ্দকৃত ছোট্ট রুমটির মাধ্যমে আমরা প্রকৌ. পরিবার কল্যাণ তহবিল করি। এই তহবিল গঠনে প্রায়ত প্রকৌশলী ইব্রাহিম মিয়ার উদ্যোগ ছিল বেশি। এই তহবিলের মাধ্যমে অসুস্থ প্রকৌশলীদের সাহায্য ছাড়াও তাদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান বর্তমানেও বহাল রয়েছে। জামিল ভাইদের বরাদ্দকৃত ঘরটিতে আমরা র্দীর্ঘদিন কার্যক্রম প্রায়ত অধ্যাপক ড. শাজাহান ভাই আইইবি'র প্রেসিডেন্ট হলে আমাদের জন্য বড় রুমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যের কথা হলো শাজাহান ভাই হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন।

ড. আজাদ তখন আইইবি'র প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব আসেন। আজাদ সাহেব আমাদের পরম আকাঙ্খিত ঘরটি তৈরি করলেন কিন্তু হস্তান্তরের পূর্বে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। আইইবির প্রেসিডেন্ট করেন প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা। আজাদ সাহেব ও নূরুল হুদাসহ আজাদ সাহেবের উদ্যোগে বানানো বড় রুমটি আমাদের হস্তান্তরিত করেন। পরবর্তীতে আইইবির নতুন ভবন নির্মিত হলেও মহিলা কমিটির জন্য সেখানে প্রশস্ত ঘর বরাদ্দ করা হয়। এখন মহিলা কমিটির কার্যক্রম নতুন ভবনের নতুন ঘরে পরিচালিত হচ্ছে। এই ভাবে ১৯৮৮ সালে গঠিত মহিলা কমিটি আইইবি অন্যান্য তৎপরতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত জামিল ভাইয়ের মহিলা কমিটির প্রতি সুদৃষ্টি সংক্ষেপে লিখলাম। তবে এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতে দ্বিধা নাই আইইবির নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সহ অন্যান্য প্রকৌশলী সমাজ নিরন্তর মহিলা কমিটিকে সহযোগিতা দিয়েছেন। যা অনাগতকালেও আমাদের স্মরণে থাকবে। ৯০-৯১ সাল সহ মোট ২ বছর জামিল ভাবী মিসেস সেলিনা নওরোজ চৌধুরী সহ একত্রে কাজ করেছি। ভাবী উচ্চ শিক্ষিত, অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারি সর্বোপরী জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী যিনি আইইবির প্রেসিডেন্ট তার পত্নী কিন্তু তার আচরণে কখনই এসব প্রকাশ হয় নাই। আমি এবং আমাদের সকল সদস্য ভাবীদের একজন হয়ে নিরলসভাবে কাজ করেছেন মহিলা কমিটির উন্নয়নের লক্ষ্যে। এখনো সমানভাবে মহিলা কমিটিতে আসছেন এবং কাজেও বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন। কেবল তাই নয় আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ও প্রধান শিক্ষক রুমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা অব্যাহত রেখেছেন। তার সাথে রয়েছেন আমাদের সদস্য মুশতারী কাশেম এবং মাহতাব আরা হাকিম। তাদের সুপরিচালনায় স্কুলটির শিক্ষার্থীদের প্রতিবছর ভালো ফলাফল করছে। তাদের দেখলে কখনই মনে হবে না এর নিতান্তই সাধারণ পরিবারের সন্তান। এবার আমার কথায় আসি। জামিল ভাইদের সাথে মহিলা কমিটির মাধ্যমে পরিচিত হয়ে তাদের পরিবার আমাদের অনেক আপনজন হয়ে গেছেন। ভাবী ও আমি দু'জন মহিলা কমিটির অনেক কাজই দু'জনের বাসায় বসে করতাম।

আমাদের যাওয়া আসার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখনই সময় পেতাম তখনই আমি বা ভাবী একে অপরের বাসায় যেতাম। তাদের বাসায় গেলে আমি দেখতাম জামিল ভাইকে লুঙ্গি এবং সদা পাঞ্জাবী পরা অবস্থায়। বিশেষ করে তিনি মায়ের সাথে পাশাপাশি বসে সিলেটি ভাষায় কথা বলছেন। দেখে মনে হতো একজন কলেজ পড়ুয়া ছেলে সারাদিন পর মায়ের আদরের সন্তান হয়ে কথা বলছে। আবার অবাক হতাম এতবড় গুণী প্রকৌ. অথচ মায়ের কাছে সাধারণ একজন ছেলে, দু'জনে সারা দিনের কথা বলছেন। এই সময়ে উনারা থাকতেন গাউসিয়া মার্কেটের কাছেই নিজেদের বিরাট বাড়ীতে আর আমি পরীবাগে পি.ডি.বি কলোনীতে। আমি যেতাম কাজ করতাম। বাইরের কাজেও মাঝে মাঝে যেতাম দুজনে কিন্তু কোনদিন জামিল ভাইকে কিছু জিজ্ঞাস করতে দেখিনি বরং নানা কাজে যেতে না পারলে জামিল ভাই ভাবীকে জিজ্ঞেস করতেন মিসেস আজাদ কেন আসেনা, ফোন করেনা। ভাবী আমাকে ফোন করে বলতেন আপনার ভাই আপনি আসছেন না কেন জিজ্ঞেস করছে আমাকে ফোন করতে বলেছেন। অবাক হতাম, কারণ আমি মনে করতাম জামিল ভাই আমার যাওয়া আসা কিছুই খেয়াল করেন না। তাই নয় উনি আমাদের ছেলে মেয়ের বিয়েতে আপন জন হয়ে এসেছেন। এমনকি ছেলের বিয়েতে আজাদ যখন পাগড়ী পরাতে পারছিল না। জামিল ভাই ওর সাথে মিলে ছেলের পাগড়ী পরালো এবং মিষ্টি খাওয়ানো সবই করলেন। ভাইয়ের এসর স্মৃতি আজাদ এবং আমার কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। আমার আব্বা এবং আম্মার মৃত্যুতে ভাই ভাবী দুজনেই আমাদের বাসায় গিয়েছিলেন।

অধ্যাপনা হতে অবসরের পর আমি বই লিখতে শুরু করলাম। এক সময়ে ড. আজাদ সাহেব প্রকৌশলী পেশা নিয়ে একটা বই লেখেন। বইটির মোড়ক উন্মোচন করলেন জামিল ভাই। আজাদের বই সম্পর্কে বলার পর তিনি বললেন মিসেস আজাদ ও বই লেখেন। ভাল লেখেন তিনি। আপনারা পড়ে দেখবেন। হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাই কিভাবে জানেন আমি লিখি? ভাবী বললেন, সে আপনার সব বই আমার আগে পড়ে। নিজে পড়া শেষ করে তবেই আমাকে পড়তে দেয়। হতবাক হলাম, কারণ জামিল ভাই একজন ভি.সি. জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত । তিনি আমার বই কখন পড়েন? আসলে পড়েন কারণ সময়ের তিনি কোন অপচয় করেন না। ভাবীর মেয়ে কারিশমার ছেলে হয়েছে, হাসপাতালে দেখতে যেতে পারিনি। তাই আমি আর হাকিম ভাবী ঠিক করলাম বাসায় গিয়ে দেখে আসবো। একদিন সত্যি সত্যি দু'জনে গেলাম কিন্তু ভাবী নাই। কোথায় গেছে লোকটা বলতে পারেনা। হাকিম ভাবী কারিশমা আছে কিনা জানতে চাইলো। সে বলে সেও বাচ্চা নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে আছে। কথা হচ্ছে হঠাৎ দেখি জামিল ভাই বের হয়ে এসেছেন। ভেতরে আসুন বলে আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। পরনে সেই চিরাচরিত লুঙ্গি ও সাদা পাঞ্জাবী। ভাবী নাই তাই ভেতরে যেতে সংকোচ বোধ করলাম কিন্তু জামিল ভাই বললেন আমি আছি এমি নাই। সে কোথাও হয়তো গেছে আর হয়তো জানেনা আপনারা আসবেন। আমরা মাথা নাড়ালাম। ভায়ের ডাকে হাকিম ভাবীসহ ভেতরে গেলাম। আমাদের সাথে ভাই ও বসলেন তারপর দু'জনের বাসার কথা ছেলে মেয়েদের জিজ্ঞেস করলেন। আমরা সংকোচের সাথে জবাব দিচ্ছি। কারণ জামিল ভায়ের সাথে এভাবে সরাসরি কথা কখনো বলিনি।

এরপর তিনি নাস্তা চা আনালেন। ভাবীর মতই নিজের হাতে তুলে খাওয়ালেন। এবার আমরা আসতে চাইলাম। ভাই বললেন এমি মনে হয় দূরে কোথাও গেছে। আমরা কারিশমার ছেলের জন্য কিছু জামা কাপড় নিয়ে গিয়ে ছিলাম। সেগুলি টেবিলে রাখলাম তাছাড়া ও আমার হাতে আমার সদ্যপ্রকাশিত দুটি বই ভাবীর জন্য নিয়ে ছিলাম ভাই বললেন আপনার হাতের বই দিচ্ছেন না কেন? বললাম ভাবী নাই তাই পরে ভাবীকে দেব। জামিল ভাই বললেন আমি আছি। আমাকে দেন। জামিল ভাইকে আমার বই দেব এটা আমি কখনোই ভাবি নাই। ভাই আরো বলেন বইতে লিখে দিবেন। আমার এবং এমির নাম লিখে দিবেন। জানেন লেখকের সই করা বই এর মূল্য অনেক। তারপর জামিল ভাই এবং ভাবীর নাম লিখে দিলাম। তিনি লেখা দেখলেন। তারপর বললেন এবার ঠিক হয়েছে। তারপর আমরা বের হলাম দু'জনে। ভাবী তার গাড়ীতে উঠলেন আমি ও উঠলাম। কারণ হাকিম ভাবী থাকেন ধানমন্ডি আমি গুলশানে। গাড়ীতে বাড়ি আসতে আসতে কানে বাজলো জামিল ভায়ের কথা। তিনি আমাকে লেখক বলেছেন। নিজেও নিজেকে লেখক মনে করতে লাগলাম। একথাও অনেককে বলেছি।

৮ মার্চ ২০২০ খ্রি. বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ ধরা পড়ে। কোভিড-১৯ এর জন্য সরকার সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে মানুষকে ঘরে থাকতে নির্দেশ দেয়। আমরা সবাই ঘর বন্দী হলাম। জামিল ভাবীর সাথে আমার প্রায় প্রতিদিনই কথা হয় কিন্তু করোনার লক ডাউনের ফলে স্কুল, কলেজ, অফিসসহ এবং বন্ধ। কাজেই জামিল ভাই বাসায় থাকেন। এজন্য ভাবীকে ফোন করা হয় না। ভাই যদি কিছু মনে করেন।

এদিকে পবিত্র রমজান মাসের রোজা শুরু হয়েছে। আজ ৫ রোজা, সেহেরী, নামাজ কোরআন শরীফ পড়ে ঘুমাতে যাই, তাই উঠতে উঠতে দেরী হয়ে যায়। ঘুম হতে উঠে টিভি খুলতে দেখি ব্রেকিং নিউজ। সেখানে লেখা জাতীয় অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী আর নেই। গতকাল তিনি গভীর রাতে নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কতক্ষণ ব্রেকিং নিউজের দিকে তাকিয়ে থেকে আজাদকে ডাকলাম। সেও দেখে (কিছু বলেনা) কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। আমি উনাদের বাসায় ফোন করলাম। ভাবীর বোনের মেয়ে টুম্পা ফোন ধরে। বলে সত্যিই জামিল ভায়ের মৃত্যু হয়েছে। কোন অসুখ হয়নি। ঘুমের ভেতরে মারা গেছেন। পাশে থাকা ভাবী ও কোনো সাড়াশব্দ পান নাই। জামিল ভাইয়ের এমন মৃত্যু হবে কোন দিন বুঝিনি। শুনেছি মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় পাত্রকে এভাবে নিরবে নিয়ে যান। করোনার জন্য লক ডাউন চলছে। বাড়ি হতে বের হওয়া নিষেধ কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে দৌড়ে ভাবীদের বাসায় চলে যাই। অন্ততঃ শেষ সময়ে ভাইকে একবার দেখি কিন্তু পারলাম না। বসেই রইলাম।

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?

কিন্তু মহৎ ব্যক্তিদের মৃত্যু হয়না। তারা তাদের কর্মের মাঝে বেঁচে থাকেন। জামিল ভাই ও তেমন ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যু হলেও তার অবদান দেশ ও জনগণ, আমৃত্যু স্মরনে রাখবে। মহান আল্লাহর নিকট তাঁর বিদেহী আত্মার মাগ ফেরাত কামনা করছি।■

পদ্মাসেতু : বদলে যাবে বাংলাদেশ

১০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. বেলা ১২টা ০২ মিনিটে মাওয়া প্রান্তের ১২ ও ১৩ নম্বর খুঁটির ওপর বসানো হলো ৪১ নম্বর স্প্যানটি আর এর মধ্যে দিয়ে ৬.১৫ কিলোমিটার সেতুর মূল কাঠামো দৃশ্যমান হলো। তৈরি হলো রাজধানী সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলের সকল জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ পথ। পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী (মূল সেতু) দেওয়ান মো. আব্দুর কাদের জানান, এরপ সেতুর ঢালাইয়ের কাজ, অ্যাপ্রোচ রোড ও ভায়াডাক্ট প্রস্তুত করা, রেলের জন্য স্ল্যাব বসানো হয়ে গেলেই স্বপ্নের পদ্মাসেতু যানবাহন চলাচলের উপযোগী হবে। এক বছরের মধ্যেই সেতুটি চালু করা যাবে বলে ইত্যেমধ্যে আশা প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি।

যে ৪১ তম স্প্যান দিয়ে পুরো পদ্মা সেতু তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে জাজিরা প্রান্তে ২০টি বসানো হয়েছে আর মাওয়া প্রান্তে বসানো হয়েছে ২০টি স্প্যান। একটি স্প্যান বসেছে মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তের মাঝখানে। দ্বিতল এই সেতুর স্প্যানের ওপর কংক্রিটের স্ল্যাব বসানোর কাজ শেষ হলেই পিচ ঢালাই হবে। ২২ মিটার প্রশস্ত এই সেতুর চারটি লাইনে যানবাহন চলতে পারবে। আর নিচে এক লাইনে চলবে ট্রেন। ওই এক লাইনের মিটারগেজ ও ব্রডগেজ দুই ধরনের ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে মূল সেতুর নির্মাণ ও নদী শাসন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এরপর ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর খুঁটিতে বসানো হয় প্রথম স্প্যান। মোট ৪২টি পিলারে ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যান বসিয়ে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতুর মূল কাঠামো ১০ ডিসেম্বর ২০২০ সালে স্প্যান বসানোর কাজ শেষ হয়। বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশ যুক্ত হয়েছে এ মহাকর্মযজ্ঞে। প্রশ্ন এসেছে এ প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের প্রধান প্রকৌশলী শামীম উজ জামান বসুনিয়া বলেছেন, পদ্মা সেতু সচল হতে দেড় বছর সময় লেগে যাবে। সেক্ষেত্রে ২০২২ সালের জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, জনবল বেশি নিয়োগ করলে আগেও সেতু চালু করা সম্ভব। সরকারের নীতিনির্ধারকদের কেউ কেউ ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর কিংবা ২০২২ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে উদ্বোধনের পক্ষপাতী। এসব দিবসের সঙ্গে আমাদের আবেগ-অনুভূতি খুবই জোরালো এবং সেটা করা গেলে খুবই ভালো হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোনোভাবেই তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। আমাদের গর্বের এ প্রকল্পের কাজে সামন্য ত্রুটি কিংবা দুর্বলতা কাম্য নয়। যৌক্তিক সময়েই এর কাজ শেষ হোক।

আমরা যাঁদের হারিয়েছি...

১. অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী, এফ/১০০৫
২. লে. কর্নেল বীর বিক্রম প্রকৌশলী. এস আইএম নূরুন্নবী খান, এফ/১৫৭১
৩. প্রকৌশলী রহুন মতিন, এফ/৯৭০
৪. প্রকৌশলী মো. আবদুল মজিদ, এফ/২৯৭৯
৫. প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন, এম/১২৯০৯
৬. প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান, এফ/১০১০৫
৭. প্রকৌশলী কাজী মোহাম্মদ সুফিয়ান,এফ/৭৪৬
৮. প্রকৌশলী জিয়াউদ্দিন ইউসুফ, এফ/২৬৪
৯. প্রকৌশলী এফ.এম. আমিরুল ইসলাম, এম/১১৩১৪
১০. ড. প্রকৌশলী শামীম মাহবুবুল হক, এফ/৭৩৮৩
১১. প্রকৌশলী মোসাদ্দেক চৌধুরী, এম/৫৯৫০
১২. প্রকৌশলী জাফর আহমেদ, এফ/৩৩৫৪
১৩. প্রকৌশলী আবুল কালাম, এফ/১১৭৮
১৪. প্রকৌশলী আব্দুস সবুর, এফ/৭৮২২
১৫. ড. প্রকৌশলী কে আজহারুল হক, এফ/২২৬৫
১৬. প্রকৌশলী মাকসুদুর রহমান, এফ/১৫০০
১৭. প্রকৌশলী মো. সাইফুল ইসলাম, এম/৯২৫৮
১৮. প্রকৌশলী প্রবাল কুমার শীল, এফ/৭৮৭১
১৯. প্রকৌশলী এবিএম মহিউদ্দিন, এফ/৫৮৭১
২০. প্রকৌশলী আমানুল ইসলাম চৌধুরী
২১. প্রকৌশলী একেএম শামসুল হক
২২. প্রকৌশলী এবি সিদ্দিকী
২৩. প্রকৌশলী এসএম শরীয়ত উল্লাহ, পিইঞ্জ., এফ/৪১৭৬
২৪. প্রকৌশলী মো. আনোয়ারুল আলম, এফ/৮৮৫
২৫. প্রকৌশলী মো. খাদেমুল ইসলাম, এফ/২৬৭৩
২৬. প্রকৌশলী মোহাম্মদ এমদাদুল হক, এফ/৯৯২
২৭. প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান, এফ/৯৭৮৪
২৮. প্রকৌশলী নীধু চন্দ্র দাস, এফ/৩৯৫৩
২৯. প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন, এফ/১০৬৬৯
৩০. প্রকৌশলী মো. সিরাজুল ইসলাম, এফ/৪২৪২
৩১. প্রকৌশলী বিশ্বজিৎ দে, এফ/৬৮১২
৩২. প্রকৌশলী এস এম শরীয়ত উল্লাহ, পিইঞ্জ. এফ/৪১৭৬
৩৩. প্রকৌশলী সিরাজুল রহমান, পিইঞ্জ., এফ/৩৭৪৫
৩৪. প্রকৌশলী আবু ইকবাল মো. ইসহাক, এফ/১৫৫৫
৩৫. প্রকৌশলী এ.এইচ. মাহমুদুর রহমান, এম/৪৩৭৯
৩৬. প্রকৌশলী মো. আব্দুল মোতালেব, এফ/৫২১৩
৩৭. প্রকৌশলী তপন দাস, এফ/২৯০১
৩৮. প্রকৌশলী মো. ওয়াদের আলী খান, এম/৫০৫৯
৩৯. প্রকৌশলী নিতাই চন্দ্র দাস
৪০. প্রকৌশলী খালেদা শাহরিয়ার কবির
৪১. প্রকৌশলী মো. ফজলুল হক
৪২. প্রকৌশলী এ কে এম এনায়েতুল্লা
৪৩. প্রকৌশলী এ কে জুবায়ের রানা

আইইবি সংবাদ

- সংবাদ সংক্ষেপ
- বিবিধ সংবাদ

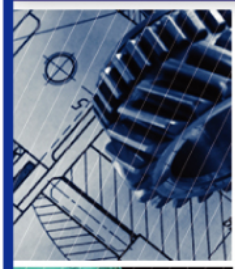

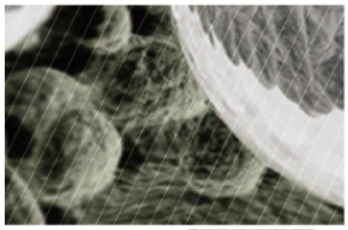

আইইবি সদর দফতর

২০২০-২০২২ মেয়াদের নব-নির্বাচিত আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

প্রকৌশলী নূরুল হুদা
প্রেসিডেন্ট

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. এন্ড আন্ত.)

প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশা. ও অর্থ)

প্রকৌশলী মো. নূরুজ্জামান
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি)

প্রকৌশলী এস.এম. মনজুরুল হক মঞ্জু
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস. এন্ড ডব্লিউ.)

প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক

প্রকৌশলী মো. রনক আহসান
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একা. এন্ড. আন্ত.)

প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশা. ও অর্থ)

প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি)

প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষ
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস.এন্ড ডব্লিউ.)

আইইবি'র ২০২০-২০২২ মেয়াদের নির্বাচনী ফলাফল

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি. বৃহস্পতিবার সকল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ২০২০-২০২২ মেয়াদের নির্বাচন আইইবি সদর দফতরস্থ বিভিন্ন কেন্দ্র/উপকেন্দ্র একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলাফল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ নব-নির্বাচিত সকল কর্মকর্তার সাফল্য কামনা করেছে। একই সাথে বিদায়ী কর্মকর্তাদের আইইবি'র প্রতি একনিষ্ঠ সেবার জন্য জানাচ্ছে বিদায়ী শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা। সকলের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রয়াসে আইইবি আগামীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে-এ প্রত্যাশা আজ সকল প্রকৌশলীর। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি কর্তৃক ঘোষিত সদর দফতর, ডিভিশনাল কমিটিসমূহ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নব-নির্বাচিত কর্মকর্তাদের তালিকা এবং স্থানীয় নির্বাচন কমিটি কর্তৃক ঘোষিত কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

আইইবি নির্বাহী কমিটি

ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, এফ-১৮৭৯, প্রেসিডেন্ট, আইইবি

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, এফ-৫৩২৪, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি

ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, এফ-৪০০০, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুজ্জামান, এফ-২২৫৫, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি

ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু , এফ-৭৭৫৫, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ., এফ-৫৩৩৩, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান এম-২৯৬৫৬, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি

ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, এফ-৯৩০০, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, এফ-১০০০০, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি

ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ, এফ-৮৮৮৮, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য

ঢাকা কেন্দ্র : ড. ইঞ্জি. এম. শামীম উজ্জামান বসুনিয়া, পিইঞ্জ., এফ-১৩১৭, ইঞ্জি. মো. আনোয়ার হোসাইন, এফ-৩৮১৫, ইঞ্জি. মো. শাহাব উদ্দীন, এফ-৮৪৩৫, ইঞ্জি. মো. জুয়েল, এম- ২৭৯৪৩, ইঞ্জি. মো. মনোয়ার হোসাইন চৌধুরী, পিইঞ্জ., এমপি, এফ-১৪৭৪, ইঞ্জি. মো. ফিরোজ আলম তালুকদার, এফ-৮৭৬৬, ইঞ্জি. মাসুদ রানা, এফ-১৩২৯৩, ইঞ্জি. নজরুল ইসলাম (মানিক), এফ-৪৪৯৫, ইঞ্জি. মো. আব্দুল আজিম জোয়ার্দার, পিইঞ্জ., এফ-২৯০৬, ইঞ্জি. সুমন দাস, এফ-১২০০০, ইঞ্জি. মো. মনিরুজ্জামান, এফ-১০০৪০, ড. ইঞ্জি. আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিইঞ্জ., এফ-৮৩৭৭, ইঞ্জি. মো. ওবায়দুল্লাহ নয়ন, এম-২৬২০০, ইঞ্জি. আব্দুল্লাহ আল নোমান, এফ৬২৫০, ইঞ্জি. মো. মিজানুল করিম, এফ-১৯৭৬, ইঞ্জি. সুরেন্দু শেখর মন্ডল, এফ-১১৫১১, ইঞ্জি. মো. মোফিজুর রহমান, এফ- ৯৫০৬, ইঞ্জি. মো. মতিউর রহমান, এফ-৪৪৪৬, ইঞ্জি. আশুতোশ রায়, এফ-৬৯১৭, অধ্যা. ড. ইঞ্জি. মিজানুর রহমান, এফ-১১৭২৫, ইঞ্জি. মো. মনির উদ্দীন, এফ-১০০৪১, ইঞ্জি. মো. মনির হোসাইন, এম-২৪৩৬৭, ইঞ্জি. মো. কামরুজ্জামান, এফ-৩১৫১, ইঞ্জি. মো. ফিরোজ খান্নান ফরাজী, এফ-১০৭৬৯, ড. ইঞ্জি. মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, পিইঞ্জ., এফ- ৯৩৩৯, ইঞ্জি. ডি. এস. এম. ফেরদৌস, এম-৮২৮২, ইঞ্জি. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, এম-৩৪৯২২।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. দেলোয়ার হোসাইন, পিইঞ্জ. এফ-৩৩৪২, অধ্যা. ড. ইঞ্জি. মো. রফিকুল আলম, এফ-৪১৯৮. ইঞ্জি. মোহাম্মদ আলী আশরাফ, পিইঞ্জ. এফ-২১২৩, ইঞ্জি. সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী এফ- ৪৪০১।
খুলনা : ইঞ্জি. মো. জুলফিকার হোসাইন, এফ-১৩৩৬৫,
রাজশাহী : অধ্যা. ড. ইঞ্জি. এন. এইচ. এম. কামরুজ্জামান সরকার এফ-৮৯০৭, ইঞ্জি. জাকিউল ইসলাম, এফ-৫২৪৯
কুমিল্লা : ইঞ্জি. আবুল বাশার, এফ-৪৬৩৩
ময়মনসিংহ : ইঞ্জি. মো. মাহফুজুর রহমান, এফ-৫১৫২,
বগুড়া : ইঞ্জি. মো. মনজুর কাদের ইসলাম, এফ-৬৫৭২,
যশোর : ইঞ্জি. মো. সাইফুজ্জামান, এফ-৭৩৪০।

প্রকৌশল বিভাগীয় কমিটি

কৃষিকৌশল বিভাগ : ইঞ্জি. মো. মোয়াজ্জেম হোসাইন ভূইয়া, পিইঞ্জ. এফ-৫৭৫৯, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. শফিকুল ইসলাম শেখ (শফিক), এফ- ৭৯৮০, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. মিসবাহুজ্জামন চন্দন, এফ-৭৯৬৯, সম্পাদক।

পুরকৌশল বিভাগ : অধ্যা. ড. ইঞ্জি. মুনাজ আহমেদ নূর, এফ-৬৯৫৯, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. জিকরুল হাসান, পিইঞ্জ. এফ- ৮১৯৯ ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. অমিত কুমার চক্রবর্তী, পিইঞ্জ. এম-২৫৯৪৪, সম্পাদক।

তড়িৎকৌশল বিভাগ : ইঞ্জি. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এফ-৬৪৭২, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. জুলফিকার আলী, এফ-৮৩৩২, ভাইস- চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো.আবু সুফিয়ান মাহবুব (লিমন) এম-২৬৬০৭, সম্পাদক।

যন্ত্রকৌশল বিভাগ : ইঞ্জি. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, এফ-০৫৬৪০, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. আহসান বিন বাশার (রিপন), এফ-১১৯৯, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. আবু সাঈদ হিরো, এফ-১২৯২২. সম্পাদক।

কম্পিউটারকৌশল বিভাগ : ইঞ্জি. মো. তমিজ উদ্দীন আহমেদ, এফ-১১১৯২, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. খান মোহাম্মদ কায়সার, এফ-১২২৭৪, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. সঞ্জয় কুমার নাথ, এফ-১২০১০, সম্পাদক।

কেমিকৌশল বিভাগ : ইঞ্জি. কুয়াজী মো. জিয়াউল হক, এফ-৯৪৪৮, চেয়ারম্যান, ড. ইঞ্জি. সালমা আখতার, এফ-০৯৪১৮, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. নাসির উদ্দীন আহমেদ, এফ-১০৫০২, সম্পাদক।

টেক্সটাইলকৌশল বিভাগ : ইঞ্জি. মো. মাসুদুর রহমান, এফ-৯০৯৬, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মোহাম্মদ আসাদ হোসাইন, এফ-৭৫৯৪, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. সৈয়দ আতিকুর রহমান, এফ-৯০৯৭, সম্পাদক।

কেন্দ্রসমূহ

ঢাকা কেন্দ্র : ইঞ্জি. মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসাইন, এফ-৪০৩৮, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. হাবিব আহমেদ হালিম (মুরাদ), এফ-৮৬৯৯, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. মো. মুসলিম উদ্দীন, এফ-৭৮৯৩, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. কাজী খায়রুল বাশার, এফ-৭৭৮৮, সম্মানী সম্পাদক।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র : ইঞ্জি. প্রবীর কুমার সেন, এফ-৫০২৮, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. রফিকুল ইসলাম মানিক, এফ-৫৫৮০, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. দেওয়ান শামীনা বানু, এফ-৯৪৭২, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. এস. এম. শহিদুল আলম, এফ-৮২৫৯, সম্মানী সম্পাদক।

খুলনা কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. আব্দুল্লাহ, পিইঞ্জ. এফ-২৪৮৮, চেয়ারম্যান, অধ্যা. ড. ইঞ্জি. সোবহান মিয়া, এফ-১১১৪৮, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), অধ্যা. ড. ইঞ্জি. মো. মনিরুজ্জামান, এফ-৮৭৮৬, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ এম-৩১৪৮১, সম্মানী সম্পাদক।

রাজশাহী কেন্দ্র : ইঞ্জি. আবুল বাশার, এফ-৫১০১, চেয়ারম্যান, অধ্যা. ড. ইঞ্জি. মো. আব্দুল আলিম, এফ-৮৯০৯, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), অধ্যা. ড. ইঞ্জি. মো. শামীমুর রহমান, এফ-৮৭২৪, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. নিজামুল হক সরকার, এফ-১১১০৫, সম্মানী সম্পাদক।

কুমিল্লা কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. রহমত উল্লাহ কবির, এফ-১০৩২৭, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. মোহাম্মদ মির ফাজলে রাব্বি, এফ-১২০৯৫, সম্মানী সম্পাদক।

সিলেট কেন্দ্র : ইঞ্জি. জয়নাল ইসলাম চৌধুরী, এফ-১০৯৫৩, চেয়ারম্যান, ড. ইঞ্জি. জহির বিন আলম, এফ-১১১৯৬, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. মো. হারুনুর রশিদ মোল্লা, এফ-১১৩৮৩, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, এম-১৩১৩৬, সম্মানী সম্পাদক।

বরিশাল কেন্দ্র : ইঞ্জি. স্বপন কুমার হালদার, পিইঞ্জ., এফ-৪৯৭৩, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. শরিফ মো. জামাল উদ্দীন, এম-১০৯৭৯, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. জগদিশ চন্দ্র মন্ডল, এফ-৭১১০, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. মো. শামসের আলী মিয়া এফ-১৩০২১, সম্মানী সম্পাদক।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র : ড. ইঞ্জি. মো. মনজুরুল আলম, এফ-৬২১৬, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. এ. বি. এম. ফারুক হোসাইন, এফ-৯৫৭২, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ, এফ-৯১৩৯, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. মো. আব্দুল জব্বার এফ-৩৬৫৬, সম্মানী সম্পাদক।

রংপুর কেন্দ্র : ইঞ্জি. জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, এফ-১৩৩৩৩, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. রেজাউল করিম, এফ-১৯১৭, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. মো. আব্দুল গাফফার, এফ-৯২৮৩, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. মো. মাহবুবুল আলম খান, এফ-১০৭০৪, সম্মানী সম্পাদক।

ঘোড়াশাল কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. রাফিজ উদ্দীন ঢালি, এফ-১০৮২৮, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. মো. মোয়াজ্জেম হোসাইন, পিকে, এফ-৭১১০, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. ক্ষীরোদ মোহন বোস, এম-২০০৭৯, সম্মানী সম্পাদক।

বগুড়া কেন্দ্র : ইঞ্জি. এ. এফ. এম. আব্দুল মতিন, এফ-২২৪০, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. মোকসেদুর রহমান, এফ-৬৯৭৪, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. সৈয়দ ইফতেখার হোসাইন, এফ-৪৭৭৬, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. মো. মাহবুবুল আলম চৌধুরী, এম-২৩৬৫৪, সম্মানী সম্পাদক।

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র : ইঞ্জি. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, এফ-৭৪৪৩, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. এ. কে. এম. মনজুর কবির, এফ-৬৩১৭, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. এ. কে. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, এফ-৬৫৭৯, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. মো. সাইফুল ইসলাম, এফ-১৩০৪০, সম্মানী সম্পাদক।

যশোর কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, এফ-৪৬১৫, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. শহিদুল আলম, এফ-৬৪৯০, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. মো. বেনজুর রহমান, এফ-১৩০৭৩, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. এস. এম. মোয়াজ্জেম হোসাইন, এফ-১২৬৩৫, সম্মানী সম্পাদক।

আশুগঞ্জ কেন্দ্র : ইঞ্জি. এ. এম. এম. সাজ্জাদুর রহমান, এফ-৫৯৪৩, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. রফিকুল ইসলাম, এফ-৪০৮৩, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), ইঞ্জি. এ. কে. এম. ইয়াকুব, এফ-৫৯৪১, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ড এসডব্লিউ), ইঞ্জি. মো. কামরুজ্জামান ভূইয়া, এফ-১১১৫৮, সম্মানী সম্পাদক।

ফরিদপুর কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. আমিনুর রহমান খান, এফ-১০১৪৯, চেয়ারম্যান, ড. ইঞ্জি. মো. লুৎফর রহমান, পিইঞ্জ, এফ-৪২২০, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. ও এইচআরডি), অধ্যা. ড. ইঞ্জি. মিজানুর রহমান, এফ-১২৩৭০, সম্মানী সম্পাদক।

উপকেন্দ্র-সমূহ

টাঙ্গাইল উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, এফ-৯৯৮৮, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. শওকাত হোসাইন, এফ-৫২৪৩, ভাইস-চেয়ারম্যান, ড. ইঞ্জি. মো. ইকবাল মাহমুদ, এফ-১২৯০৪, সম্পাদক।

পাবনা উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. শাহিদুল ইসলাম, এফ-৬৬০০, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. জীতেন্দ্র নাথ পাল, এফ-৮৪০৪, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. আহমেদ উল্লাহ (অপু), এফ-১২৯০৪, সম্পাদক।

কুষ্টিয়া উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. মনিরুজ্জামান, এফ-৯৪৪৬, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. শফিকুল ইসলাম, এফ-৬৬২৪, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. আরিফুর রহমান, এফ-১২৮৮৫, সম্পাদক।

পটুয়াখালী উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. এস. এম. আবদুস সালাম, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. নওয়াজেশ কুলি খান, এফ-২৭১৭, সম্পাদক।

কাপ্তাই উপ-কেন্দ্র : ড. ইঞ্জি. এম. এম. এ. কাদের, এফ-৬৩২৫, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. স্বপন কুমার সরকার, এম-১৬৮১৮, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. সিরাজুল হক, এম-৭৯৮৩, সম্পাদক।

জামালপুর উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. আহসান উদ্দীন আহমেদ, এফ-৯৮৯৮, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মোহাম্মদ আবু সাঈদ, এফ-২৩২৯৯, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. আবদুস সালাম, এফ-৭০৯৫, সম্পাদক।

সিরাজগঞ্জ উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. গোলাম মোস্তফা, এফ-৬৪৯২, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. সাজেদুর রহমান সরদার, এম-৯৭৫১, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. ইমাদ উদ্দিন এসকে, এফ-১০২৯৭, সম্পাদক।

কক্সবাজার উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি মোহাম্মদ বদিউল আলম, এফ-৭০৬৬, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. প্রদীপ্ত খিসা, এফ-৮৮৬৭, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. জহির উদ্দীন আহমেদ, এম-২১৮৫৭, সম্পাদক।

নওগাঁ উপকেন্দ্র : ইঞ্জি. মোকসেদুল আলম, এফ-৬৮৩৯, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. আবদুস সালাম, এফ-১০৮৬৩, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. শংকর কুমার দেব , সম্পাদক।

হবিগঞ্জ উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. আব্দুল হাকিম, এম-৮৯২৪, ভাইস-চেয়ারম্যান।

রাঙ্গামাটি উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. মতিউর রহমান, এফ-৮৩৮০, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. উগা প্রুই, এফ-৩৮৪৬, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. সুকোমল চাকমা, এফ-৭৭৩৬, সম্পাদক।

মৌলভিবাজার উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মোহাম্মদ মানসুরুজ্জামান, এফ-৩১১২, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. এ. এস. এম. নাজমুল হুদা, এফ-৬৯৮৯, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. সোহরাব উদ্দীন আহমেদ, এম-২২৮৪৪, সম্পাদক।

তারাকান্দী উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. সুদিপ মজুমদার, পিইঞ্জ. এফ-৪৭৩৯, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. অশ্বিনী কুমার ঘোষ, এম-১৯৪৮৫, ভাইস- চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. দেওয়ান মো. আব্দুল মান্নান, এফ-৫০১২, সম্পাদক।

জয়পুরহাট উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. দেওয়ান আবু জাফর সামসুদ্দিন, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. মনজুর কাদের ইসলাম, এফ-৬৫৭২, সম্পাদক।

ফেনী উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. শাজাহান সিরাজ, এম-১৪১৪১, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. রমজান আলী প্রামাণিক, এফ-৪৭০৭, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. শহিদুল ইসলাম, এম-২২৮১৭, সম্পাদক।

নোয়াখালী উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. জামাল হোসাইন, এফ-৮০২৮, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মোহাম্মদ মাহতাব উদ্দীন পাটোয়ারী, এফ-১২০৭৮, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. পলাশ চন্দ্র দাস, এম-৩০৭৩১, সম্পাদক।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. তৌফিকুর রহমান তপু, এফ-৮১২৭, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. রেজাউল ইসলাম, এফ-৮৯৮৭, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. এম. কে মাসুক, এফ-৮৩২৪, সম্পাদক।

চাঁদপুর উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. জি. এম. মুজিবর রহমান, এফ-৮৯৫১, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. কার্তিক চন্দ্র মন্ডল, এফ-১২০১২, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, এফ-৯৪৩৩, সম্পাদক।

ফেঞ্চুগঞ্জ উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. জারজিস আলী, এফ-৯৩৯৯, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. নিশিকান্ত ব্যানার্জী, এম-১০৫২৯, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. শাজাহান কবির, এফ-১২২৪৮, সম্পাদক।

গোপালগঞ্জ উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. ইসহাক মিয়া, এফ-৯৫৬২, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. আখতারুজ্জামান, এফ-৬৬২৬, সম্পাদক।

টঙ্গী উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. নুরুল ইসলাম, এফ-৫৩৯৯, সম্পাদক।

সাভার উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. আহাদুজ্জামান মোল্লা, এফ-৪৯৫৮, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. খন্দকার আসাদুজ্জামান (তুষার), এফ-১০২০৮, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. আতাউল গণি, এম-২৮৯২৭, সম্পাদক।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. নূরুল ইসলাম, এফ-৬৬৬২, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. মাজহারুল ইসলাম, এম-১৪৮৬৫, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. এ.এন.এম. ওয়াহিদুজ্জামান, এম-১৯০৪৯, সম্পাদক।

পঞ্চগড় উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান।

বড়পুকুরীয়া উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. আব্দুল জলিল খান, এম-৯৯৭৪, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. হাবিব উদ্দীন আহমেদ, এফ-৭০৭০, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. মাহবুবুর রহমান, এফ-৬৬৩৬, সম্পাদক।

নীলফামারী উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. রুহুল কাদের আজাদ, এম-৭৩৮৫, ভাইস-চেয়ারম্যান।

নাটোর উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. ওয়াজেদ আলী, এম-১৬৪১৪, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. আলমগীর মিয়া, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মোহাম্মদ আহসানুল করিম, এম-৩০৯০২, সম্পাদক।

বাঘাবাড়ী উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. মো. আব্দুল হাকিম, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. এস. এম. কামরুল হাসান, এফ-৫২৪১, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মোস্তফা-আল-মামুন, এম-২১৩৫৯, সম্পাদক।

শরীয়তপুর উপ-কেন্দ্র : ইঞ্জি. সাইফুল্লাহ আল মামুন এফ-১০৪০০, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. আখতারুজ্জামান তালুকদার, এফ-১১৮৬৬, ভাইস- চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. সনৎ কুমার ঘোষ, এফ-১০৯৪৭, সম্পাদক।

ওভারসীজ চ্যাপ্টার

কাতার : ইঞ্জি. আব্দুল্লাহ আল মামুন. এফ-১০৭১৮১, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি আলী আজম খুরহিদ, এম-১০৩৬০, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. আরিফ উদদোলা পালোয়ান, এম-১১৯৬৮, সম্পাদক।

এটিআই : ড. ইঞ্জি. এম. এ. কাদের এফ-৯৯৭, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. রাজিব আহসান, এম-৯৩৬৫, সম্পাদক।

কুয়েত : ইঞ্জি. মোহাম্মদ টি. এইচ. ফারুক, এফ-৩৩১৪, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মোহাম্মদ আজাদ হোসাইন, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. আব্দুল কুদ্দুস মল্লিক, এফ-১১১৯১, সম্পাদক।

রিয়াদ : ইঞ্জি. কাওসার আহমেদ এফ-৮২৯৫, চেয়ারম্যান, ড. ইঞ্জি. মো. সাইফুল ইসলাম, এফ-১২১৩৭, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. নুরুল হুদা সরকার, এফ-৮৬৮২, সম্পাদক।

মালয়েশিয়া : ড. ইঞ্জি. শাহজাহান মৃধা, এফ-১৭১৪, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. সামসুদ্দিন আহমেদ, এফ-৩৫৬৫, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মোয়াজ্জেম হোসাইন, এফ-৯১৬৬, সম্পাদক।

সিঙ্গাপুর : ইঞ্জি. মো. আলতাফ হোসাইন, চেয়ারম্যান, ড. ইঞ্জি. সাব্বির আহম্মেদ খান, এফ-৯৯৩৬, সম্পাদক।

দুবাই : ইঞ্জি. মোহাম্মদ আব্দুস সালাম খান, এফ-৮৩৪৪, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. ওসমান গণি, এফ-৩৯৯০, সম্পাদক।

কানাডা : ইঞ্জি. সৈয়দ আব্দুল গাফফার, পিইঞ্জ. এফ-৫২০৭, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. এ. এম. শাহিদ উদ্দীন, এফ-৪২২৭, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মনিস পাল, এম-১১৪৯৩, সম্পাদক।

ওমান : ইঞ্জি. মো. সানাউল্লাহ, এম-২১৮২১, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. শফিকুল ইসলাম মজুমদার, এম-২৪১০৬, ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. মো. রাইজুল ইসলাম চৌধুরী, এম-৩৯৭৩৬, সম্পাদক।

ইউএসএ : ইঞ্জি. সৈয়দ কামাল কাইসার-ই-হক, এফ-৯৮২৭, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. সাঈদ সালেহীন মনোয়ার রাশেদ, এফ-৯৭৮৭, সম্পাদক।

অস্ট্রেলিয়া : ইঞ্জি. আব্দুল মতিন, চেয়ারম্যান।

নিউজিল্যান্ড : ইঞ্জি. শফিকুর রহমান ভূঁইয়া, (অনু) এফ-৩৫১২, চেয়ারম্যান, ড. ইঞ্জি. এস. এইচ. এম. ফখরুদ্দিন, এম-১৯২৩৩, ভাইস- চেয়ারম্যান।

বাহরাইন : ড. ইঞ্জি. এস. এম. জাকির হোসাইন, এফ-১৩৩৮০, চেয়ারম্যান, ইঞ্জি. তরুণ কান্তী বিশ্বাস, এফ-১৩৩৯৭, ভাইস-চেয়ারম্যান, ড. ইঞ্জি. মো. শাহ আলম, এফ-১৩৩৭৮, সম্পাদক।

কেন্দ্র পরিবর্তন ও ঠিকানা সংশোধন

আইইবি'র সম্মানিত সদস্যদের কেন্দ্র পরিবর্তন, নাম, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল, ছবি সংশোধন করতে আইইবি সদর দফতরের মেম্বারশিপ শাখায় অথবা আইইবি আইটি শাখা (iebheadquarter.it@gmail.com) অবহিত করা রজন্য জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

নব-নির্বাচিত আইইবি প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা'র জীবনকথা

প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা ১৯৪৯ সনের ২৬ ডিসেম্বর তৎকালীন নোয়াখালীর বর্তমান ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার দক্ষিণ করিমপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণ একজন মাদ্রাসা শিক্ষক। মো. নূরুল হুদা ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ও সাহসী ছিলেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে পুরকৌশলে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১ বৎসর গণপূর্ত অধিদপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী পদে চাকুরী করেন। পরে ১৯৭৫ সালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করে। ২০০৬ সালে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০৯ সাল হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর (অতিরিক্ত সচিব এর পদমর্যাদায়) চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মো. নূরুল হুদা রাজউকের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র সবুজেঘেরা মনোরম দৃষ্টিনন্দন যোগাযোগ অবকাঠামো ও বিনোদন স্থাপনা হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। কুড়িল ফ্লাইওভার প্রজেক্ট, ঝিলমিল ও পূর্বাচল আবাসিক প্রকল্পসমূহ কৃতিত্বের সাথে বাস্তবায়ন করেন। সড়ক ও জনপথ (সওজ)-এ কর্মকালীন সময়ে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বুড়িগঙ্গা সেতু, ময়মনসিংহ এর শম্ভুগঞ্জ সেতু, চাপাঁই নবাবগঞ্জে মহানন্দা সেতু, ঘোড়াশালে শহীদ মইজ উদ্দিন সেতু, উজানিশ্বর সেতুসহ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে জাপানী সহায়তায় নির্মিত ৫টি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। মদনগঞ্জ-ভুলতা-গাজীপুর (ঢাকা বাইপাস) সড়ক জনাব হুদার দায়িত্বে নির্মিত হয়। এছাড়াও জনাব হুদা সড়ক ও জনপথে চাকুরীকালীন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন। জনাব হুদা প্রকৌশলীদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'তে দীর্ঘ ৪৫ বৎসর প্রকৌশলীদের সেবা করে আসছেন। তিনি আইইবি'র ২ বার সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ৩ বার ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ১ বার ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এবং ২০১১-১২ মেয়াদে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এছাড়া সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে প্রকৌশলী সমিতির ৫ বার সাধারণ সম্পাদক ও ৩ বার সহ-সভাপতি এবং সর্বশেষে ২০০৬ সালে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। জনাব প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকৌশলীদের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ স্থাপনের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় সরকারী অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে চরবাওশিয়া মুন্সিগঞ্জ জেলার (দাউদকান্দিতে) জমির ব্যবস্থা করেন ও সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় আইইবি সদর দফতরের জমি রেজিস্ট্রেশন এবং আইইবি'র হেড কোয়াটার ভবন (শহীদ প্রকৌশলী ভবন) নির্মাণ প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদার নিরলস প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে।

জনাব মো. নূরুল হুদা বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্যের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় হতে "Construction Management" এর উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ, জাপান থেকে "Bridge Construction" ও যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে "Road Fund" এর উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জনাব হুদা প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিষয়ক ২০টিরও বেশি টেকনিক্যাল পেপার দেশে ও বিদেশে উপস্থাপন করেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তিনি নিজ এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত আছেন। তিনি নিজ এলাকায় ১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১ টি দাখিল মাদ্রাসা ও ২ টি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। এছাড়া নিজ এলাকায় সরকারের সহযোগিতায় সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরী, গ্যাস সংযোগ স্থাপন ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৯ সালের রক্তঝরা দিনগুলোতে জনাব হুদা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। জনাব প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা ২০২০-২০২২ সালের জন্য দ্বিতীয় মেয়াদে আইইবির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশ মাতৃকার টানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি একজন সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে জনাব হুদা ছাত্রলীগ প্যানেল থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সোহরাওয়ার্দী হল ছাত্রসংসদ এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর বুয়েটে প্রথম ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে তিনি বুয়েট কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। সৎ, সাহসী, পরিশ্রমী, মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা আমাদের সমাজের অহংকার। ব্যক্তি জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক। তাদের একজন চিকিৎসক ও অন্যজন প্রকৌশলী। ■

নব-নির্বাচিত আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ'র জীবনকথা

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সৈয়দুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান। মেঘনা বিধৌত বর্তমান চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার নলুয়া গ্রামে ১৯৬৭ সালের পহেলা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নায়ক মাস্টার দা সূর্যসেনের স্মৃতিঘেরা চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে। তাঁর পিতা ছিলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দুর রহমান। দেশভাগের আগে তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৭ এর পর তিনি পাকিস্তান রেলওয়েতে যোগ দেন। রেলওয়েতে চাকুরির সুবাধে পাকিস্তানি শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের চিত্র তাঁকে প্রবলভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রণোদিত করে।

একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পরিবার পরিজনকে চট্টগ্রামের কর্মস্থল থেকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন। পাহাড়তলী পাঞ্জাবী লেনের শহীদ সৈয়দুর রহমানের এল ২৫০/বি বাসাটা ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের আলাপ আলোচনার গোপন আস্তানা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র কয়েকদিন আগে ১০ নভেম্বর ১৯৭১, ২০ রমজান তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় রাজাকার আলবদরের দোসর বিহারীরা, তাকে সহ প্রায় দুইশহস্রাধিক মুক্তিকামী বাঙালিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু এই পাঞ্জাবী লেনকে 'শহীদ লেন' নামে রূপান্তরিত করেন। সন্তানেরা তাদের পিতার লাশও খুঁজে পায়নি। শহীদ সৈয়দুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, তবুও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহচর বিহারীরা তাঁকে হত্যা করার সময় সমান্যতম বিচলিত হয়নি। তিনি পাঁচ ভাই ও এক বোনের মাঝে সবার ছোট। সূর্যসেন প্রীতিলতার স্মৃতিঘেরা চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে শৈশব ও কৈশোর কাটে তাঁর। বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে এস.এস.সি এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সরকারি হাজী মুহম্মদ মুহসীন কলেজ থেকে ১৯৮৪ সালে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৯০ সালে 'কুয়েট' থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। মননশীল ও মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ. ২০১৪ সালে আইইবি পরিচালিত বাংলাদেশ প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার্স রেজিস্ট্রেশন বোর্ড (বিপিইআরবি) থেকে পিইঞ্জ. সনদ লাভ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজসহ বিভিন্ন সাময়িকী ও সংকলনে তাঁর বেশকিছু মৌলিক প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পেশাগত জীবনে প্রাইভেট কোম্পানীতে পরামর্শক হিসেবে বড় বড় প্রকল্পে মেধার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীতে কনটেক ভিশন লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এছাড়া তিনি পিডিবি পরিচালিত বড়পুকুরিয়া পাওয়ার প্ল্যান্ট ম্যানেজমেন্ট বোর্ড এর পরিচালক, ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস লি. (ডিডিসি) এর কনসালটেন্টস, প্রাক্তন সিনিয়র প্রকৌশলী, এসিই কনসালটেন্টস লি.। প্রকৌশল পেশাজীবী হিসেবেও তিনি বর্ণাঢ্য কর্ম তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি (২০২০-২০২২) মেয়াদে দায়িত্বরত। নবগঠিত প্রকৌশলী-চিকিৎসক ও কৃষিবিদ (প্রকৃচি) এর স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য। এছাড়া সাফল্যের সঙ্গে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করেন : সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র (২০১৮-২০১৯), সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) ২০১৫-২০১৭, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ) ২০১৩-২০১৪, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি) ২০১১-২০১২, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক) ২০০৯-২০১০, কাউন্সিল সদস্য, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি (২০০৪-২০০৫), সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত-১২ পর্বে) আইইবি, সদস্য, ইআরসি, ঢাকা, আইইবি। বঙ্গবন্ধু-মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে নিজেকে ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রেখেছেন। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সংগঠন 'প্রজন্ম-'৭১' এর চট্টগ্রাম শাখায় দায়িত্ব পালন করেছেন। এ পর্যায়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক পরিচয় তুলে ধরা হলো: সদস্য-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সাংগঠনিক সম্পাদক-বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ (কেন্দ্রীয় কমিটি), প্রাক্তন প্রচার সম্পাদক-বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ (কেন্দ্রীয় কমিটি), প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক-বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, চট্টগ্রাম কেন্দ্র (১৯৯৩-১৯৯৫), নির্বাচিত ভিপি-ফজলুল হক হল, ছাত্র সংসদ (১৯৮৯-১৯৯০), কুয়েট, প্রাক্তন সভাপতি, ফজলুল হক হল, কুয়েট ছাত্রলীগ (১৯৮৯-১৯৯০), প্রাক্তন সিনিয়র সহ সভাপতি, প্রচার সম্পাদক, কুয়েট ছাত্রলীগ শাখা (১৯৮৫-১৯৯০) ছাত্রজীবন থেকে তিনি রাজনৈতিক ও নানা সামাজিক কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। নিজ এলাকায় একটি মাদ্রাসা, দুটি হাইস্কুল ভবন নির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। এছাড়া নিজ এলাকায় পাকা সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি বিবাহিত ও এক কন্যা সন্তানের জনক। বঙ্গবন্ধু-স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অনির্বাণ চেতনায় নিরন্তর সংগ্রামী ও আপোষহীন মেধাবী এ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের তরুণ প্রজন্মের অহংকার...। ■

আইইবি'র আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এদেশের প্রকৌশলী দের একমাত্র জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান। "উন্নত জগত গঠন করুন" এই আদর্শকে ধারণ করে জাতীয় উন্নয়ন তথা দেশ গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৪৮ সালের ৭ মে আইইবি যাত্রা শুরু করে। আজ থেকে ৭২ বৎসর পূর্বে কয়েকজন উদ্যোগী প্রকৌশলী, প্রকৌশলীদের জন্য একটি পেশাজীবী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁরা ঢাকায় সদর দফতর করে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তৎকালীন পাকিস্তানে আইইবি'ই ছিলো একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান যার সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে না হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়। যার কারণে আইইবি'র পরিচালনায় এ অঞ্চলের বাঙালি প্রকৌশলীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা তৎকালীন সময়ে একটি ব্যতিক্রমি উদাহরণ।

গত সাত দশকে, বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আমাদের জাতীয় জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রকৌশল শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন, বিশ্বের নিত্য নতুন আধুনিক প্রযুক্তির সাথে প্রকৌশলীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া, বিদেশী প্রযুক্তিকে এ দেশের জন্য উপযোগী করে প্রয়োগ করা, বিভিন্ন কারিগরি বিষয়, উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারকে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সহযোগিতা এবং সৃজনশীলতার বিকাশ সাধনে এই প্রতিষ্ঠান অবিরাম প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র ১৮টি কেন্দ্র, ৩২টি উপকেন্দ্র, ১৩টি ওভারসীজ চ্যাপ্টার, ৭টি প্রকৌশল বিভাগ, আইইবি'র মাধ্যমে Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB), Bangladesh Professional Engineers Registration Board (BPERB), Board of Accreditation for Engineering & Technical Education (BAETE), Occupational Safety Board of Bangladesh (OSBB) এবং Ethics Board পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকৌশল শিক্ষার বিকাশ, মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, উচ্চতর প্রকৌশল শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আইইবি অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রকৌশল পেশার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এই পেশার মূল শাখা পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎকৌশল, কেমিকৌশল, কৃষিকৌশল, টেক্সটাইলকৌশল, কম্পিউটারকৌশল বিভাগের সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে আইইবি ৭টি Divisional Committee গঠন করেছে। এই কমিটিগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন একাডেমিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে প্রকৌশল জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। প্রকৌশল প্রকল্পের জটিল সব ডিজাইন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে এই কমিটি। প্রকৌশলীদের জ্ঞান যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমতুল্য হয়, তা নিশ্চিত করতে আইইবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ সকল সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইইবি Engineering Staff College প্রতিষ্ঠা করেছে।

যার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বছরব্যাপী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। আইইবি সফলভাবে AMIE কোর্স পরিচালনা করে আসছে যা স্নাতক প্রকৌশল ডিগ্রির সমতুল্য। আইইবি'র এই সনদ নিয়ে যে কোন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী এবং বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া যায়।

আইইবি'র এ সকল পদক্ষেপের ফলে গত কয়েক দশক ধরে দেশিয় প্রকৌশলীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করার প্রবণতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সকল প্রকৌশলীদের সদস্য দেশে অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য Engineer's Mobility Forum (EMF) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৯৭ সালে স্থাপিত হয়, যা বর্তমানে International Professional Engineers Agreement (IPEA) নামে পরিচিত। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ মূলত উন্নত দেশগুলিই IPEA প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক দেশ Professional Engineer (PEng.) নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি চালু করে এবং এ লক্ষ্যে আলাদা একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই সংগঠনগুলোই IPEA-এর সদস্য পদ লাভের জন্য বিবেচিত হয়।

২০০৩ সালে BPERB, IPEA-এর Provisional সদস্য পদ লাভ করে, আশা করা যাচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে পূর্ণ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। এর ফলে বাংলাদেশের PEng. সনদ প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণ অন্যান্য সদস্য দেশের মতোই সনদপত্র লাভকারীদের সমতুল্য বিবেচিত হবেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/সমমানের শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে IEB কর্তৃক Board of Accreditation for Engineering & Technical Education (BAETE) গঠন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশল ডিগ্রিকে আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এক যোগে কাজ করে আসছে। এ যাবৎ প্রকৌশল ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দানের জন্য অনেক

সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে, তাদের মধ্যে Washington Accord (WA) অন্যতম। বর্তমানে BAETE আন্তর্জাতিক Accreditation প্রতিষ্ঠান Washington Accord (WA) এর অস্থায়ী সদস্য এবং ২০২১ সালের মধ্যে স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আইইবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্ঘটনার কারণসমূহ যথাযথ তদন্তের জন্য আইইবি থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কারণ অনুসন্ধানসহ এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা আইইবি থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ করা হয়।

আইইবি'র প্রকৌশলী কল্যাণ ও বেনেভোলেন্ট তহবিল ব্যবস্থা বোর্ড এর মাধ্যমে অসুস্থ্য প্রকৌশলীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিত চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও উক্ত তহবিল থেকে মরহুম প্রকৌশলীদের সন্তানদের শিক্ষা ভাতা নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে। তাদেরকে বর্তমানে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। এই তহবিল ৫ কোটি টাকায় উন্নীতকরণের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে আইইবি World Federation of Engineering Organizations (WFEO), Commonwealth Engineers Council (CEC), Federation of Engineering Institutions of South and Central Asia (FEISCA), Federation of Engineering Institutions of Islamic Countries (FEIIC), Federation of Engineering Institutions of Asia Pacific (FEIAP), The Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) এই ৬টি আন্তর্জাতিক প্রকৌশল সংস্থার সদস্য। ২৩টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। আইইবি'র সামগ্রিক বহুমুখি কার্যক্রম ও কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে যে উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করেছিলো, তা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

আইইবি'র আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিম্নে দেয়া হলো।

প্রকৌশলীদের পেশা সংশ্লিষ্ট ঃ

* ইতোমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানের সংস্থা প্রধানগণের গ্রেড-১ প্রাপ্তি হয়েছে। আগামীতে সরকারি সংস্থায় গ্রেড-১ সহ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সমপর্যায়ের পদসমূহ যথাক্রমে গ্রেড-২, গ্রেড-৩ ও গ্রেড-৪ এ উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।
* বিভিন্ন সংস্থার প্রকৌশলীদের ইন সিটু পদোন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ।
* প্রশাসন ক্যাডারের ন্যায় পদোন্নতির যোগ্য হওয়ার সাথে সাথে প্রকৌশলীদের পদোন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ।
* বিভিন্ন ক্যাডারে পদোন্নতির জন্য পদ সৃজনে উদ্যোগ গ্রহণ।
* প্রকৌশলীদের শূন্য পদে পদোন্নতি/পদায়ন এর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।
* এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাকে ক্যাডার সার্ভিসে রূপান্তরিতকরণ। আইসিটি এবং টেক্সটাইল প্রকৌশলীদের জন্য আলাদা ক্যাডার সার্ভিস সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
* বেকার প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থান/চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা।
* বেসরকারি প্রকৌশলীদের জন্য চাকুরীর নীতিমালা নির্ধারণে পদক্ষেপ গ্রহণ।
* বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরের কোম্পনীগুলোতে বোর্ড পরিচালক হিসাবে প্রকৌশলীদের মনোনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
* বেসরকারি প্রেকৌশলীদের জন্য নূন্যতম বেতন কাঠামো নির্ধারণ।
* বেসরকারি প্রকৌশলীদের চাকুরীর পরিবেশ নিশ্চিত করণ।
* প্রকৃচিকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালীকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
* সরকারি নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

আইইবি সংশ্লিষ্ট ঃ

* আইইবি'র বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের স্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ।
* ৭০১ কোটি টাকা ব্যয়ে শেখ হাসিনা আইইবি কনভেনশন সেন্টার দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
* আইইবি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
* সিনিয়র ও নবীন প্রকৌশলীদের জন্য আইইবিতে আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া সহ মেম্বারস লবী নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
* মরহুম প্রকৌশলীদের দু'জন সন্তানের প্রতি মাসে ৫,০০০/- করে ১০,০০০/- টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। আগামীতে তাদেরকে উৎসব বোনাস প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ।
* প্রকৌশলীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে আইইবি'র উদ্যোগে ব্যাপকভাবে ট্রেনিং, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

* বিভিন্ন সংস্থার সম্মানিত প্রকৌশলীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
* বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে সহযোগিতা।

আন্তর্জাতিক ঃ

* Washington Accord এবং IPEA এর স্থায়ী সদস্যপদ প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ। যা ইতোমধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।
* বাংলাদেশে বিদেশি প্রকৌশলীদের চাকুরী করার জন্য চাকুরীর নীতিমালা প্রণয়ন।
* বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষীক সম্পর্ক জোরদার করা।

ইতোমধ্যে আইইবি'র বর্তমান নির্বাহী কমিটি এ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছে। এ ব্যাপারে সকল প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণে আইইবিকে জনবান্ধব ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে বর্তমান নির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কি কি করণীয় সে বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত/ সুপারিশ আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক বরাবর অথবা ই-মেইলে (iebheadquarters@gmail.com) প্রেরণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনার সুচিন্তিত মতামত/সুপারিশ আইইবি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে।

অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) ৬ষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে ১৮ নভেম্বর ২০২০ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রকৌশল শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান। অধ্যাপক ড. মো. হাবিবুর রহমান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি একজন পানিসম্পদ ও পরিবেশ প্রকৌশল বিশেষজ্ঞ। এর আগে তিনি বুয়েটের উপ-উপাচার্য, ঢাকা ওয়াসার চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি পেশাজীবী সংগঠন বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সভাপতি। যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোর স্ট্র্যাথকাইড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৯ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

সাংগঠনিক সংবাদ

প্রকৃচি সংবাদ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডার ও ফাংশনাল সার্ভিসের প্রায় দুই লক্ষ সদস্যের সংগঠন প্রকৌশলী-কৃষিবিদ-চিকিৎসক (প্রকৃচি)-এর পক্ষ থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছি। একই সাথে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি এই জাতিকে স্বাধীনতার স্বাদ দেয়ার সাথে সাথে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে Service Reorganization & Condition Act, ১৯৭৫ প্রণয়ন করেছিলেন। এই 'Act' এ সকল চাকুরীর সমান মর্যাদা এবং বেতন বৈষম্য দূর করার কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই 'Act' টি যুগোপযোগী না করে আমলাতন্ত্র এটাকে নিজেদের সুবিধার্থে পরিবর্তন করে নিয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখের সাথে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, জাতির পিতার নৃশংস হত্যাকান্ডের পর সুপরিকল্পিতভাবে সেই লক্ষ্যকে ভুলণ্ঠিত করে উপনিবেশিক আমলা নির্ভর ভাবধারায় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

আপনার সরকারের শাসনামলে আপনার আন্তরিক ও দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় প্রকৌশল, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং দেশের সামগ্রিক অবকাঠামো উন্নয়নে দেশ অর্জন করেছে অভূতপূর্ব সাফল্য। এই উন্নয়নের গতিকে আরও বেগবান করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও চিকিৎসকগণ। কৃষিবিদদের অনন্য অবদানের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত প্রায় ৫০ বছর দেশের অবকাঠামোর আমূল উন্নতি সাধিত হয়েছে। দেশের প্রায় শতভাগ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সবই প্রকৌশলীদের অবদান। বৈশিক অতিমারী করোনা (কোভিড-১৯) এর ছোবলে যেখানে সারা বিশ্ব বিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত সেখানে আমাদের দেশের চিকিৎসকরা আপনার নির্দেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাফল্যজনকভাবে করোনা মোকাবেলা করে চলেছে যা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনেক কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত হয়েছে ও রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এজন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা প্রদত্ত একাধিক স্বীকৃতি স্মারক আপনি নিজে উপস্থিত থেকে গ্রহণ করেছেন।

স্বাধীনতাত্তোর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে টেকনিক্যাল ক্যাডারের সাতজন কর্মকর্তাকে সচিব পদে পদায়িত করে দেশের উন্নয়ন ধারাকে গতিময় করা হয়েছিল। বর্তমানে টেকনিক্যাল জ্ঞানশূন্য প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যমান অবস্থায়ও সচিব পদে যেকোন ক্যাডার কর্মকর্তার নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ থাকলেও শুধুমাত্র ক্যাডার বৈষম্যের কারণে আজ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল

মন্ত্রণালয়গুলোর সচিব পদ সংশ্লিষ্ট ক্যাডার/পেশার কর্মকর্তা দ্বারা পূরণ হওয়ার ঘটনা বিরল। এমনকি বর্তমানে টেকনিক্যাল মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাজ করার অভিজ্ঞতা শূন্য। ফলে টেকনিক্যাল পদগুলোতে টেকনিক্যাল জ্ঞানশূন্য প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়নের ফলে সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং পেশাজীবীদের ভিতরে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। এতে সরকারের গতিশীল উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী কর্মকর্তাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির বিষয়সহ সার্বিক দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেও অত্যন্ত পরিতাপ ও হতাশার বিষয় হচ্ছে, এ সকল মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী কোন পদই প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও চিকিৎসকদের জন্য সংরক্ষিত নেই। পেশাজীবীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এসকল বৈষাম্য নিরসনে অতীতে বারবার আপনার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন ক্যাডারের বৈরী মনোভাবের কারণে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

ইদানিং পেশাজীবীদের অবদানের স্বীকৃতির বদলে একটি মহল পেশাজীবীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত। সম্প্রতিককালে জনপ্রশাসন পেশাজীবীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনধিকার হস্তক্ষেপ করেই চলেছে। আজ পেশাজীবীরা বিভিন্নভাবে নিগৃহীত, অধিকার বঞ্চিত, যা আপনার রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে বাধা সৃষ্টির এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বিশেষ।

এমতাবস্থায়, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও চিকিৎসকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যাসমূহ সমাধান কল্পে আপনার সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলো পেশ করছি ঃ

পেশাজীবীদের অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবী সমূহ ঃ

১. কৃত্য পেশাভিত্তিক প্রশাসন ও মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।
২. প্রশাসনের সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
৩. সকল দপ্তর ও অধিদপ্তরের নিয়মিত শূন্য পদ পূরণ করা সহ প্রশাসন ক্যাডারের ন্যায় পদোন্নতির যোগ্য হওয়ার সাথে সাথে পেশাজীবীদের পদোন্নতি দিতে হবে। একই সাথে বিভিন্ন সংস্থার পেশাজীবীদের সুপার নিউমারী পদোন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৪. পেশাজীবী ক্যাডার পদ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রশাসন ক্যাডারের ন্যায় আনুপাতিক হারে 'গ্রেড-১' ও তদানুযায়ী 'গ্রেড-২' ও গ্রেড-৩' এর পদ সংখ্যা নির্ধারণ করে পদ সৃজন করতে হবে। প্রত্যেকটি পেশার ক্যাডার সংখ্যার আনুপাতিক হারে সিনিয়র সচিব সমমান পদ সৃজন করতে হবে।
৫. কয়েকটি সংস্থার শীর্ষপদ গ্রেড-১ এ উন্নীত হয়েছে কিন্তু অন্যান্য সার্ভিসের ন্যায় নিম্ন ধাপের সমপর্যায়ের পদসমূহ যথাক্রমে গ্রেড-২, গ্রেড-৩ এবং গ্রেড-৪ এ উন্নীত করা হয়নি। তাই দ্রুত এসকল নিম্ন ধাপের পদগুলোর গ্রেড উন্নীত করে প্রকৌশল, স্বাস্থ্য এবং কৃষি সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের শীর্ষপদকে গ্রেড-১ উন্নীত করতে হবে।
৬. প্রশাসন ক্যাডারের ন্যায় অন্যান্য ক্যাডারের সম-স্কেল/গ্রেডের কর্মকর্তাদের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
৭. উপ-সচিব ও তদর্ধ্ব পদে অন্যান্য ক্যাডারের সমানুপাতিক অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৮. বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রকল্পে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
৯. বিভিন্ন টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান/অধিদপ্তর/সংস্থার ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে প্রশাসন ক্যাডর/ অন্য সংস্থার কর্মকর্তাদের পদায়ন বন্ধ করতে হবে। ইত্যবসরে যেসকল পদে পদায়ন করা হয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।
১০. পেশাজীবী ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের গ্রেড অনুযায়ী পদসমূহকে Warrant of Precedence এ যথাযথ স্থান প্রদান করতে হবে।
১১. প্রতি বছর ন্যূনতম তিনবার বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি (ডিপিসি) ও এসএসবির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এসএসবি ও ডিপিসি তে টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১২. টেকনিক্যাল ক্যাডারে কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশার উৎকর্ষতা সাধনে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে টেকনিক্যাল ক্যাডার কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা তৈরি করতে হবে।
১৩. ৫ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পদায়ন-এর ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানদেরকে প্রদান করতে হবে।
১৪. সরকারের যেকোন প্রয়োজনে প্রকৌশল, কৃষি ও স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রম (পুনর্বাসন, প্রণোদনা, ভূর্তকি, পরিদর্শন ও উদ্ভাবন ইত্যাদি) বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অযাচিতভাবে স্থানীয় ডিসি/ইউএনও সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত না করে সরকারের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/ সংস্থার টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।
১৫. কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান আজ সময়ের দাবী। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ন্যায় সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদ অনুযায়ী সমান নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

১৬. পেশাজীবীদের স্ব-স্ব পেশার দাবী সমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

Vision-2021, Vision-2041 & Delta Plan-2100 বাস্তবায়নে প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক এবং উন্নয়নমূখী জনপ্রশাসন। এ জন্য জনআকাঙ্খা ও প্রয়োজন অনুসারে জনপ্রশাসনের কাঠামো ও গুণগত মানে পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য।

আমরা পেশাজীবীরা আপনার নেতৃত্বে দেশের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে উন্নয়নের বিপ্লব সৃষ্টি করে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের পূর্বেই সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করছি। সকল পেশাজীবীদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে পেশাজীবী সদস্যদের প্রতি আপনার সহমর্মিতা ও সুদৃষ্টি সব সময় ছিল এবং আছে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং আমাদের অভিভাবক হিসেবে উদ্ভূত বৈষম্যসমূহের অবসান করে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে একুশ শতকের উপযোগী কৃত্যপেশা ভিত্তিক প্রশাসন গড়ে তুলতে আপনার দৃঢ় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

প্রকৌশলীদের পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী ঃ

১. প্রকৌশল সংস্থা গুলোতে সংস্থা প্রধান পদে প্রকৌশল পেশায় অভিজ্ঞ প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ/দায়িত্ব প্রদানসহ প্রকৌশল সংস্থার শীর্ষপদ এবং বিভিন্ন প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক পদে প্রকৌশলীদের পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে বিভিন্ন সরকারি কোম্পানীগুলোতে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে প্রকৌশলীদের মনোনয়ন দিতে হবে।
২. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল প্রকৌশল সংস্থাগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ক্যাডার গঠন করতে হবে।
৩. পূর্বতন বিসিএস (টেলিকম) ক্যাডার'কে টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি ক্যাডারে রূপান্তর করতে হবে।
৪. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও প্রকৌশল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রকৌশলী উইং সৃষ্টি করতে হবে।
৫. রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ ও কক্সডিএ-এর বহুতল ভবন নির্মাণে অনুমোদনকারী কমিটিতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রকৌশল সংস্থা সমূহে প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
৭. বেসরকারি প্রকৌশলীদের চাকুরীর নীতিমালাসহ সর্বনিম্ন বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৮. বেকার প্রকৌশলীদের চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং Private Entrepreneurship-এর জন্য বিনা জামানতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. পৌরসভাসমূহে দক্ষ কারিগরি জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের জন্য এলজিইডির ন্যায় একটি আলাদা প্রকৌশল অধিদপ্তর সৃষ্টি করে তাদের চাকুরী উক্ত অধিদপ্তরে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. রাজউকসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ গেজেট-এর নিয়ম বহিভূর্ত এবং জ্যেষ্ঠতা লংঙ্ঘন করে বিভিন্ন পদে পদোন্নতির আদেশ বাতিল করতঃ এর পুনরাবৃত্তি রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১১. পলিটেকনিক শিক্ষকদের বর্তমান চাকুরীর পদবী পরিবর্তন করতে হবে।

কৃষিবিদদের পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী ঃ

১. কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় জনবলের ব্যাপক অভাব রয়েছে, তাই অতিসত্ত্বর প্রত্যেকটি দপ্তর/সংস্থায় যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) প্রণয়ন করতঃ অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২. চাকুরী সংক্রান্ত নিয়োগবিধি/প্রবিধানমালা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যুগোপযোগী করতঃ জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩. কৃষি একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল করিগরি বিজ্ঞান তাই এর বিষয়বস্তু অনুধাবন করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অর্থ, পরিকল্পনা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ক্যাডার ভিত্তিক ডেস্ক স্থাপন ও পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর সংস্থা ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পেনশন পদ্ধতি চালু এবং গ্র্যাচুইটি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
৫. গবেষণা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার গবেষণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে, তাই গবেষণা কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষি গবেষকদের চাকুরি বয়সসীমা বৃদ্ধি করতে হবে।
৬. নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ (বীজ, কীটনাশক, সার) ও জন গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপকরণ যেমনঃ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ তথা সরকারের রেগুলেশন বাস্তবায়নে

নিয়ন্ত্রণ তথা সরকারের রেগুলেশন বাস্তবায়নে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা) সংশ্লিষ্ট বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।
৭. তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে তুলা উন্নয়ন অধিদপ্তর করতে হবে এবং তুলা উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সাব-ক্যাডার হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে।

চিকিৎসকদের পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী ঃ

১. দেশের বিরাজমান সমপ্রসারিত স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা ও গুণগত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারকে নিম্নোক্ত ৪ (চার) টি সাব-ক্যাডারে বিভাজন করতে হবেঃ-
ক) বিসিএস (স্বাস্থ্য সেবা)
খ) বিসিএস (চিকিৎসা শিক্ষা)
গ) বিসিএস (জনস্বাস্থ্য)
ঘ) বিসিএস (ডেন্টাল)
২. ক্রমিক নং-২ এ উল্লিখিত ক্যাডার সমূহের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যমান অধিদপ্তর সমূহকে সংস্কার করে নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করতে হবে।
ক) স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সেবা)
খ) স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর (বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সেবা)
গ) জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ঘ) চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তর
ঙ) দন্ত চিকিৎসা অধিদপ্তর
চ) পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর
ছ) নার্সিং মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর
জ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ঝ) জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর।
প্রত্যেকটি অধিদপ্তরে একজন করে মাহপরিচালক (গ্রেড-১) এবং তিন জন করে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (গ্রেড-২) থাকবেন। তন্মধ্যে দুইজন সিনিয়র মহাপরিচালক সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার হইবেন।
৩. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমকে একই ছাতার নিচে এনে সমন্বিত ও সম্প্রসারিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার গড়ে তুলতে হবে। 'স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর' এবং জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত 'নিপোট' কে উল্লিখিত সিনিয়র মহাপরিচালকের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে।

৪. সকল অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, অধ্যাপক ও মেডিকেল কলেজ সমূহের অধ্যক্ষ পদকে গ্রেড-২ এ উন্নীত করতে হবে।

৫. এসডিজি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির লক্ষ্যে-

ক) ইউ এইচ এন্ড এফ পি ও, এর আরেকটি পদ সকল জেলায় একজন করে অতিরিক্ত সিভিল সার্জন ও তিনজন করে ডেপুটি সিভিল সার্জনের পদ সৃজন করতে হবে। প্রতিটি পদ ৫ম গ্রেডের হবে।
খ) সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩টি উপ-পরিচালক (গ্রেড-৩) ও ৩টি সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৪) পদ সৃজন করতে হবে।

গ) বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয়ে পরিচালক (গ্রেড-২) এর অধীনে ৪টি উপ-পরিচালক (গ্রেড-৩) ও ৪টি সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৪) পদ সৃজন করতে হবে।
ঘ) ২৫০ শয্যা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক পদের নাম পরিবর্তন করে পরিচালক (গ্রেড-৩) তার অধীনে ২টি উপ- পরিচালক (গ্রেড-৪) ও ৪টি সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৫) পদ সৃজন করতে হবে।

ঙ) স্বাস্থ্য খাতে নিয়োজিত চিকিৎসক ও অন্যান্য জনবলকে অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তুলতে একটি স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।
চ) মান সম্মত চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়মানুযায়ী ছাত্র ঃ শিক্ষক ও চিকিৎসক ঃ নার্স ঃ স্বাস্থ্যকর্মীদের আনুপাতিক হার নিশ্চিত করতে হবে।
ছ) চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করতে হবে এবং Overtime ভাতা প্রচলন করতে হবে।

৬. অনতিবিলম্বে চিকিৎসক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। পেশা সংশ্লিষ্ট ফৌজদারি মামলায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অভিযোগে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ কিংবা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর / মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে চিকিৎসক গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৭. সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল সমূহে আর্থিক স্বায়ত্বশাসন এবং জেলা পর্যায় থেকে তদনিম্ন হাসপাতাল সমূহকে সীমিত স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতে হবে।

করোনা মহামারিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এবং এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স ইন আমেরিকা (এএবিইএ) এর যৌথ উদ্যোগে ২৮ জুলাই ২০২০ খ্রি. মঙ্গলবার ইঞ্জিনিয়ার্স স্টাফ কলেজে করোনাভাইরাস, কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে কর্মহীন, দুঃস্থ ও অসহায় দুই শতাধিক মানুষের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ। তিনি বলেন, মহামারি করোনা কালীন সময়ে বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পরেছে। আমরা এসকল পরিবারের মাঝে আর্থিক সহয়তা প্রদান করছি এবং পরবর্তীতে আরো সহায়তা প্রদান করা হবে।

করোনা মহামারিতে আইইবি এবং এএবিইএ আমেরিকা
এর যৌথ উদ্যোগে আর্থিক সহায়তা প্রদান

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী ও নবনির্বাচীত সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্ত.) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান।

আইইবি এবং এবিইও কানাডা এর যৌথ উদ্যোগে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এবং এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স ইন অন্টারিও, কানাডা (এবিইও)-এর যৌথ উদ্যোগে ২৯ আগস্ট ২০২০ খ্রি. শনিবার ইঞ্জিনিয়ার্স স্টাফ কলেজে করোনাভাইরাস, (কোভিড-১৯) এর প্রভাবে কর্মহীন, দুঃস্থ ও অসহায় দুই শতাধিক মানুষের মাঝে দ্বিতীয় দফায় নগদ অর্থ এক হাজার টাকা করে সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ। তিনি বলেন, মহামারি করোনা কালীন সময়ে বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পরেছে। কর্মহীন, দুঃস্থ মানুষের মাঝে সহায়তা প্রদান করা মানবিক কাজ। আমরা এর আগেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি। আমরা দুইশত পরিবারের মাঝে নগদ এক হাজার টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছি আর পরবর্তীতে সহায়তা প্রদান করবো।

আইইবি এবং এবিইও কানাডা এর যৌথ উদ্যোগে
নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী ও নবনির্বাচীত সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্ত.) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান।

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি) সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

১৯৯০ সাল থেকে বিশেষত টেক্সটাইল, সিমেন্ট, রাসায়নিক ও ফার্মাসিউটিক্যাল, কাগজ, চামড়া, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং বিভিন্ন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ধীরে ধীরে শিল্প প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এই শিল্প বৃদ্ধির সাথে প্রযুক্তিগত সমস্যার বৈচিত্রময় প্রকৃতি গড়ে উঠেছে। এই সকল শিল্পের মেশিনারিগুলি, বিশেষত সর্বশেষ ও আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলির সাথে নিয়ন্ত্রণ এবং সুরক্ষা যা বেশিরভাগ মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক। স্থানীয় প্রকৌশলীদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবে এই আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলির ন্যুনতম সমস্যাগুলির সমাধান ও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে শিল্পগুলি পরিচালনার জন্য অনেক শিল্প উদ্যোক্তা বিদেশী প্রকৌশলীদের, উক্ত বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে তথা টেকনিশিয়ান দ্বারা উক্ত কাজগুলি করে আসছেন। ফলস্বরূপ, অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বিদেশী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করেন এবং দীর্ঘকাল ধরে উৎপাদন ক্ষতির সম্মুখিন হয়। তাই আমাদের প্রকৌশল স্নাতকদের প্রশিক্ষণ ও সজ্জিত করা জরুরি, যাতে তারা উল্লেখিত প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি নিজেরাই সমাধান করতে পারে এবং আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এটি অবশ্যই শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশল সমস্যার সমাধান কল্পে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এবং বিদেশী প্রকৌশলীদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি) তথা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) নিরলসভাবে কাজ করে আসছে।

ইএসসিবি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান 'শিল্পে অটোমেশনের প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার (পিএলসি) এবং বিতরণকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (ডিসিএস)' এর উপর দীর্ঘদিন যাবৎ সুদক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (ইএসসিবি) সনদ প্রদান

প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় ইএসসিবি পিএলসি প্রশিক্ষণের শততম ব্যাচ এর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। যার দ্বারা দেশ ও জাতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভবে উপকৃত হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের প্রকৌশল সমাজের সামান্যতম হলেও বেকারত্বের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। যদি ধরি প্রতি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০ জন করে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে, তাহলে দাঁড়ায় ১০০x২০=২০০০ জন। এর মধ্যে যদি ১০% প্রশিক্ষণার্থী এই পেশায় জড়িত হতে পারে, তাহলে কর্মক্ষেত্রে ২০০ জনের মত বিদেশীদের স্থানে রিপ্লেসমেন্ট করা সম্ভব হয়েছে, যা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের হাত থেকে কিছুটা হলেও দেশকে সহযোগিতা করতে পেরেছে। শততম পিএলসি প্রশিক্ষণ ব্যাচ শেষে সনদ প্রদান করা হয়। উক্ত সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ইএসসিবির মাননীয় রেক্টর। উক্ত অনুষ্ঠানে আইইবির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থেকে সনদ প্রদান অনুষ্ঠানকে আলোকিত করেন এবং ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

প্রতিবেদক : প্রকৌশলী মো. আব্দুল আউয়াল, এফ/৭০৯০

শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বরেণ্য প্রকৌশলী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী, এফ/১০০৫, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও মরহুম প্রকৌশলী মো. রুহুল মতিন, এফ/৯৭০, প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি এবং মরহুম প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ, এফ/২৭৯৭, চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ কেন্দ্র, আইইবি স্মরণে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রি. সেমিনার কক্ষ আইইবি (পুরাতন ভবন)-এ শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌ. মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌ. মো. আবদুস সবুর, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।

শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগণ

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌ. মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌ. এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) আইইবি, প্রকৌ. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌ. কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একা. ও আন্ত.) আইইবি, প্রকৌ. মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌ. মো. ওয়ালি উল্লাহ সিকদার, চেয়ারম্যান ঢাকা কেন্দ্র এছাড়াও বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। সকল প্রকৌশলীগণ, বরেণ্য প্রকৌশলী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ড. প্রকৌ. জামিলুর রেজা চৌধুরী, মরহুম প্রকৌশলী মো. রুহুল মতিন, মরহুম প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ, এদের অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন।

ACECC এর ৩৯তম ECM অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) এর ৩৯তম Executive Committee Meeting (ECM) টি ফিলিপাইনের রাজধানী শহর ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হয়। গত ৫-৭ অক্টোবর/২০২০খ্রি. ৩ দিনের কনফারেন্সটির আয়োজক ছিল Philippine Institute of Civil Engineers (PICE) এবং বিশ্বময় ভয়ঙ্কর COVID-19 Pandemic বিবেচনা করে Zoom System এর মাধ্যমে Video Conference টি আয়োজন করা হয়। আইইবি'র পক্ষ থেকে যারা কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন- প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., প্রকৌশলী দিদারুল আলম ও প্রকৌশলী আব্দুল মালেক সরকার প্রমূখ।

ACECC এর আওতায় সকল মেম্বার সোসাইটি (১৪টি) থেকে প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেশগুলো হল- অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, মঙ্গোলিয়া, ICE (India), পাকিস্তান, নেপাল, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার ও বাংলাদেশ।

৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. ১ম দিন বাংলাদেশ সময় সকাল ৯:০০ টায় আয়োজক সোসাইটি PICE-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টের স্বাগত বক্তব্যের পর ACECC চেয়ারম্যান Dr. R. M. Vasan এর সভাপতিত্বে সভাটি শুরু হয়। সম্প্রতি প্রয়াত ACECC এর 1st Chairman Dr. Hiroshi Okada I ACECC ECM এর ভূতপূর্ব মেম্বার ফিলিপিনের Dr. Primitivo C. Cal এর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে সভায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে। অতঃপর ২টি সভা যথাক্রমে 28th Technical Coordinating Committee Meeting (TCCM) এবং 33th Planning Committee Meeting (PCM) অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচী (Agenda) অনুযায়ী সভা দুটির সকল বিষয়াদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যেখানে ২৫টি Technical Committee (TC)'র activity report এর উপর আলোচনা করা হয়। আলোচনা চলাকালে ASCE একটি নতুন TC (No. 26) - "Climate Change, Water Resources & Sustainable Development for the Asian Region" অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করলে তা সভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। Secretary General নতুন TC তে Respective মেম্বার সোসাইটি থেকে প্রতিনিধির নাম প্রেরণের জন্য সভাকে অনুরোধ জানায়। এছাড়া ACECC Future Leaders Forum, মার্চ ২০২১ মাসে তাইওয়ানে অনুষ্ঠিতব্য 40th ECM এর কার্যক্রম ও CECAR-10 এর Host Society সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ হয়।

সভার ২য় দিন ৬ অক্টোবর সকাল ৯:০০ টায় Dr. R. M. Vasan এর সভাপতিত্বে ECM টি অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই মার্চ, ২০২০ তারিখে পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত ৩৮তম ECM এর Minutes টি অনুমোদন করা হয়। এছাড়া গতকাল অনুষ্ঠিত TCCM ও PCM এর কার্যবিবরণী দু'টি বিস্তারিত আলোচনা সমাপনান্তে অনুমোদন করা হয়। অধিকন্তু সভায় Activity Report, Secretarial Report on ACECC Activities সহ Secretarial Report ACECC Finance টিও approve করা হয়। Future Leaders Forum এর জন্য সীমিত অংকের budget প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা হলে এর প্রয়োজনীয়তার উপর সভা জোর দেয়। পরিশেষে ASCE এর প্রতিনিধি ACECC এর নব-নিযুক্ত Secretary General (S.G) Dr. Udai Singh কে সভায় স্বাগত জানায় এবং অদ্য তিনি পূর্বতন বিদায়ী S. G Dr. Henichi Horikoshi থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সভায় বিপুল করতালীর মাধ্যমে সাবেক S. G Dr. Horikoshi কে দীর্ঘদিন তার মূল্যবান service প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়।

ECM সমাপনান্তে বিকেল ৫:০০ টায় ParticipantMY TC-24 I TC-22 কর্তৃক আয়োজিত দু'টি Technical Session এ অংশ গ্রহণ করেন। বিষয় ২টি ছিল - "Gender and Development in Infrastructure" এবং "Transdiscilinary Approach for Building Societal Resilience to Disasters Under and After COVID - 19"। উভয় Session-এ ৩টি করে মূল্যবান Paper উপস্থাপন করা হয়। IEB representative MY প্রাণবন্ত interaction Session-এ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশে মহিলাদের কাজে অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে আলোচনাকালে প্রকৌশলী দিদারুল আলম সভাকে অবহিত করেন।

৩য় দিন, ৭ই অক্টোবর সকাল ৯:০০ টায় PICE কর্তৃক ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময়কাল জুড়ে Zoom System এর মাধ্যমে একটি Virtual Technical Tour এর আয়োজন করে। চমৎকার educative উপস্থাপনাটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ফিলিপাইনে বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ প্রকল্পের activity সমূহ যেমন-Airport, Under Ground Railway Network, Bridges, Roads and Port প্রকল্প ইত্যাদি। পরিশেষে বলতে হয় PICE কর্তৃক আয়োজিত ACECC এর ৩৯তম ECM টি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও এর উদ্দেশ্য সফলকাম হয়েছে সন্দেহ নেই।

প্রতিবেদক ঃ প্রকৌশলী দিদারুল আলম, ফেলো, আইইবি, প্রেসিডেন্ট, এ এস সি ই, বাংলাদেশ সেকশন।

জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে ১৪ আগস্ট ২০২০খ্রি. সেমিনার কক্ষ আইইবি (পুরাতন ভবন)-এ শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন, প্রকৌ. মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌ. মো. আবদুস সবুর, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌ. মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌ. এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এক ও আন্ত.) আইইবি, প্রকৌশলী এম. এম. সিদ্দীক পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌ. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌ. কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একা ও আন্ত) আইইবি, প্রকৌ. মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌ. মো. ওয়ালি উল্লাহ সিকদার, চেয়ারম্যান ঢাকা কেন্দ্র, এছাড়াও বিপুলসংখ্যক প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মঞ্চে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

প্রকৌশলীগণ, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এর অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং ১৫ আগস্ট সকল শহীদ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২৭ জুলাই ২০২০খ্রি. বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচির প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌ. মো. আবদুস সবুর, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। প্রধান অতিথি বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌ. মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌ. এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) আইইবি, প্রকৌশলী এম. এম. সিদ্দীক পিইঞ্জ., ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌ. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌ. কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একা. ও আন্ত.) আইইবি, প্রকৌ. মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌ. মো. ওয়ালি উল্লাহ সিকদার, চেয়ারম্যান ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌ. মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, এছাড়াও কাউন্সিল সদস্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাধারণ প্রকৌশলী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপন

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে আইইবির মানববন্ধন

০৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. বৃহস্পতিবার রাজধানী রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতরের সামনে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে আইইবি সদর দফতর ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্র এবং বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ (বিপিপি) কর্তৃক মানববন্ধন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য শুধু একটি প্রতিকৃতি নয়, বরং এই ভাস্কর্য বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। জাতির পিতার নেতৃত্বে পাকিস্তানের হায়েনাদের কাছ থেকে আমাদের এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। জাতির পিতার প্রতি অবমাননা করা মানে বাংলাদেশকে অবমাননা করা। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সুতায় গাঁথা।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে আইইবির মানববন্ধন

মানববন্ধনে আইইবির সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারীর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আইইবির ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও বিপিপির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ., সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও বিপিপি টেলিটক শাখার সভাপতি প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, ঢাকা কেন্দ্রের সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশারসহ প্রমুখ প্রকৌশলীবৃন্দ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ যখন পাকিস্তানের চেয়ে সব সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই ভাস্কর্য নিয়ে ইস্যু তৈরি করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে কিছু গোষ্ঠী। যারা ১৯৭১ সালে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, আজ তারাই বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে বিরোধিতা করছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মানে বিরোধিতা করার মাধ্যমে মৌলবাদী গোষ্ঠী দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করছে। স্বাধীনতার ইতিহাসের সাক্ষী আইইবি তাই আইইবির সামনে আমরা বঙ্গবন্ধুর একটি ভাস্কর্য তৈরি করবো। পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামি দেশগুলোতে সে সব দেশের জাতির জনকের ভাস্কর্য রয়েছে কিন্তু আমাদের দেশের কিছু মৌলবাদী গোষ্ঠী ধর্মের

অপব্যাখ্যা দিয়ে দেশের শান্তি নষ্ট করতে চাইছে কিন্তু তা হতে দেবো না আমরা প্রকৌশলীরা। দেশের শান্তি বজায় রেখে দেশকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে নিতে হবে। মৌলবাদীরা যেন মাথাচারা দিয়ে উঠতে না পারে সেই দিকে দেশের মানুষকে সজাগ থাকতে হবে।

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতরের পক্ষ হতে মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষে নব নির্মিত স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইইবির সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর ও আইইবির সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ.।

আইইবি প্রাঙ্গণে নবনির্মিত স্মৃতিফলকে আইইবি নেতৃবৃন্দ

আরো উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্ত) প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) প্রকৌশলী নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী এস এম মনজুরুল হক মঞ্জু, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্ত.) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতরের পক্ষ হতে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভা ২২ ডিসেম্বর ২০২০খ্রি. রোজ মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০ ঘটিকায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও আইইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. হাবিবুর রহমান, উপাচার্য, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি সম্মানী সাধারণ সম্পাদক

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.। মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভায় আলোচকবৃন্দ ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মুনীর উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একা. ও আন্ত.) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রকৌশলী শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী প্রতীক কুমার ঘোষসহ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি বিভাগীয় সংবাদ

কম্পিউটারকৌশল বিভাগ

Workshop on Analysis Desing of Inventory Management System শীর্ষক ওয়ার্কশপ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কম্পিউটারকৌশল বিভাগের উদ্যোগে Workshop on Analysis Desing of Inventory Management System শীর্ষক ওয়ার্কশপ ০৩ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট এইচআরডি ও অধ্যা. ড. প্রকৌ. মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম পিইঞ্জ., উপাচার্য কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.,।

সেমিনার অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রকৌশলী খান মোহাম্মদ কায়সার, ভাইস-চেয়ারম্যান কম্পিউটারকৌশল বিভাগ আইইবি। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌ. মো. তমিজ উদ্দীন আহমেদ, চেয়ারম্যান কম্পিউটারকৌশল বিভাগ আইইবি।

যন্ত্রকৌশল বিভাগ

Energy Security of Bangladesh : Issues and Options শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে Energy Security of Bangladesh : Issues and Options শীর্ষক সেমিনার ১৬ অক্টোবর ২০২০ খ্রি. আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব নসরুল হামিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, এবং প্রকৌ. মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট আইইবি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকৌ. মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইইবি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যা. ড. ম. তামিম, প্রখ্যাত জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও সাবেক উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

সেমিনার অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ

সেমিনারে আলোচকবৃন্দ ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) আইইবি ও মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, প্রকৌশলী মো. আতিকুজ্জামান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক প্রকৌশলী আবু সাঈদ হিরো। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আহসান বিন বাসার (রিপন) ভাইস-চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি।

কেন্দ্র/উপকেন্দ্র সংবাদ

ঢাকা কেন্দ্র

৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উদ্‌যাপন

আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ১৫ আগস্ট, শনিবার, ২০২০খ্রি. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে সকাল ০৮:০০টায় আইইবি সদর দফতর ও আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহীবৃন্দ ও বিভিন্ন মহলের একাধিক প্রকৌশলীবৃন্দের সমন্বয়ে সকলে সমবেত ভাবে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। ১৫ই আগস্টের এই শোক র‍্যালীতে

আগস্টের এই শোক র‍্যালীতে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদসহ আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্টবৃন্দ এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার মো. ওয়ালিউল্লাহ সিকদার, কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যানবৃন্দ ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. উপস্থিত ছিলেন এরপর আইইবি'র পুরাতন ভবনের সেমিনার কক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া আয়োজন করা হয় এরপর আলোচনা শেষে দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

জাতীয় শোক দিবসে মঞ্চে আইইবি নেতৃবৃন্দ

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

বর্তমান (২০২০-২০২২) কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আইইবি, সদর দফতরের সাথে যৌথ উদ্যোগে ১৬ সেপ্টেম্বর, বুধবার, ২০২০খ্রি. ধানমন্ডির ৩২ নম্বরস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শতায়ু কামনা করে দোয়া ও আলোচনা

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি. বুধবার আইইবি, সদর দফতরের সাথে যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম শুভ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শতবছর আয়ু কামনা করে আলোচনা ও দোয়া আয়োজন করা হয়। উল্লিখিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিনে দোয়া মাহফিল

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং উল্লিখিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক। অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মো. নুরুল হুদা, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. সহ বিভিন্ন মহলের একাধিক প্রকৌশলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার।

ঢাকা কেন্দ্র আয়োজিত Plenary Session

০৮ অক্টোবর, ২০২০খ্রি. বৃহস্পতিবার আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের বছরব্যাপি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ প্রকৌশলীবৃন্দের সমন্বয়ে একটি Plenary Session আয়োজন করা হয়। যেখানে Moderator হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুয়েট এর দুজন বিজ্ঞ প্রকৌশলী যথাক্রমে, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এ. এফ. এম. সাইফুল আমীন এবং অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান এবং Plenary Session এর Reporter হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের দুজন কাউন্সিল সদস্য যথাক্রমে, প্রকৌশলী মোহাম্মদ জাফর ইকবাল এবং

অনলাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

প্রকৌশলী তানভির মাহমুদুল হাসান। আয়োজিত Plenary Session থেকে অত্যন্ত কার্যকরী কতিপয় সুপারিশ উঠে আসে যার প্রেক্ষিতে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক বছরব্যাপি বিভিন্ন কার্যকরী ও গঠনমূলক একাধিক সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম/ কর্মশালা/ গোল টেবিল বৈঠক আয়োজনের অত্যন্ত যুগপোযোগী একাধিক প্রস্তাব পাওয়া যায়।

দুঃস্থদের মাঝে মাস্ক বিতরণ কর্মসূচী

আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০২ ডিসেম্বর ২০২০খ্রি. রোজ বুধবার বেলা ১১:০০টায় ঢাকা, কারওয়ান বাজারের তিতাস ভবনের সামনে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী হাবিব আহ্মেদ হালিম (মুরাদ), কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাসার এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের একাধিক কাউন্সিল সদস্য বৃন্দের উপস্থিতিতে দুঃস্থ ও দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে ১০০০টি সার্জিকেল মাস্ক বিতরণ করা হয়।

দুঃস্থদের মাঝে মাস্ক বিতরণ

কোভিড ১৯ এর সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত এরূপ কর্মসূচী একদিকে সাধারণ জনগণের জন্য যেমন অপরিহার্য পদক্ষেপ অপরদিকে পরিবেশ বান্ধব ও সামাজিক দূরত্ববজায় রেখে একে অপরের সাথে দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত দৃষ্টান্ত মূলক উদ্যোগ।

বিশ্ব নগর দিবস উপলক্ষে কারিগরি আলোচনা সভা

০৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ২০২০খ্রি. সকাল ১১:০০ টায় আইইবি'র কাউন্সিল কক্ষে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'বিশ্ব নগর দিবস' উপলক্ষে কারিগরি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উল্লিখিত কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক প্রকৌশলী এ.কে.এম. সাইফুল ইসলাম, অধ্যাপক, পানি ও বন্যা ব্যাবস্থাপনা ইনস্টিটিউট, বুয়েট এবং ড. নীলোপল অদ্রি, সহকারী অধ্যাপক, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট। এছাড়াও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ আলমগীর এবং ঢাকা, নগর গবেষণা কেন্দ্র এর চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গুণী আলোচক হিসেবে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

মঞ্চে উপবিষ্ট অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ

বিশ্ব নগর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় মেয়র, ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন এবং আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর কে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মোল্লা মো. আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টায় আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে কেন্দ্রের নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ ও কেন্দ্র কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বিজয় দিবসের আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৯ ডিসেম্বর, শনিবার, ২০২০খ্রি. বেলা ৩:৩০ টায় আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৫০তম মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষে সংগ্রাম ও স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা এবং সমৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে মূল আলোচক ছিলেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার খান। তিনি তাঁর আলোচনায় বাংলাদেশের সংগ্রাম ও স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা এবং সমৃদ্ধি এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন নতুন নতুন তথ্য তুলে ধরেণ যা বর্তমান প্রজন্মসহ আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত তথ্যবহুল। আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান এমপি, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) ও বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) এর উপাচার্য, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. হাবিবুর রহমান, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা, আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর কে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার। অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মোল্লা মো. আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

বিশেষ অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুরকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান

১৯ ডিসেম্বর, শনিবার, ২০২০ খ্রি. সন্ধ্যা ৫:৩০ মি. ৫০তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র কর্তৃক একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বৈশ্বিক মহামারি কালীন সময়ে আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আইইবি অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক কমিটির তত্বাবধানে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনায় ছিল দেশ বরেণ্য সংগীত শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী ও সাব্বির। আবৃতিতে ছিলেন স্বনামধন্য আবৃতিকার শিমুল মোস্তফা এবং নৃত্য পরিবেশনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অভিজ্ঞ কোরিয়োগ্রাফারবৃন্দ। ৫০তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. নূরুল হুদা কে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক কমিটির সদস্য-সচিব প্রকৌশলী শেখ নঈম আহমেদ।

ঢাকা কেন্দ্র ও গুগল কর্ম জবের সাথে প্রথম সভা

১৪ ডিসেম্বর ২০২০খ্রি. আয়োজিত ঢাকা কেন্দ্র ও গুগল কর্ম জবের সাথে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক, প্রকৌশলী কাজী খায়রুল বাশার। গুগল অ্যাপ্লিকেশন গুলো কাস্টমাইজ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুযোগ সৃষ্টি করে সরকার ও শিল্পের মাঝে সংযোগ স্থাপনের জন্য যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে সভায় আলোচনা করা হয়ে। আলোচানা আনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আইইবি সদর দফতরের সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী মো. রনক আহসান, আইইবি ও ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যবৃন্দসহ গুগল অ্যাপলিকেশনের সংশ্লিষ্ঠবৃন্দ।

গুগল কর্ম জবের সাথে প্রথম সভায় আইইবি'র নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় কিন্তু বৈশ্বিক করোনার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন চত্বরে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গাছের চারা রোপন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে সারা

দেশে ১ কোটি চারা বিতরণ, রোপন ও জাতীয় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি-২০২০ এর উদ্বোধন করেন এবং সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বৃক্ষরোপন করার আহবান জানিয়েছেন। এই লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর নির্বাহী কমিটির ৭০০তম সভায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রে'র উদ্যোগে ২৮ জুলাই, ২০২০ খ্রি. মঙ্গলবার সকাল ১১টায় কেন্দ্রের চত্বরে বিভিন্ন ধরনের ফলজ, বনজ ও ফুলের চারা রোপন করে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হয়। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাবের ফলে অসময়ে অনাবৃষ্টি, খরা, অতিবৃষ্টি, প্রচন্ড দাবদাহ, ঘুর্নিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। একমাত্র বৃক্ষই প্রাকৃতিক পরিবেশ সুস্থ ও নির্মল রাখতে পারে। কর্মসূচিতে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন বলেন, বর্তমান দুর্যোগ কালীন সময়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশকে রক্ষা করার জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেই লক্ষ্যে দেশের কল্যাণে সবাইকে এগিয়ে এসে অবদান রাখার আহবান জানান এবং পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপনের কোন বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন। সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক বলেন মুজিব আমাদের অহংকার, মুজিব আমাদের চেতনা। এই চেতনা ধারণ ও লালন করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আজকের বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ কারী সকল প্রকৌশলীদেরকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে বৃক্ষরোপন করছেন কেন্দ্রের নির্বাহী সদস্য ও কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ

আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী এস. এম. শহীদুল আলম। বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী অশোক কুমার চৌধুরী, প্রকৌশলী মো. কেনোয়ার হোসেন, প্রকৌশলী সৈকত কান্তি দে, প্রকৌশলী মো. মাঈন উদ্দীন জুয়েল প্রকৌশলী সৈয়দ ইকবাল পারভেজ, প্রকৌশলী তৌহিদুল ইসলাম এবং প্রকৌশলী পিংকি দত্ত, প্রকৌশলী মো. শহীদ উল্লাহ, প্রকৌশলী রেজাউন্নবীসহ অন্যান্য প্রকৌশলী সদস্যবৃন্দ।

করোনা মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সহায়তা

০৭ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. সকালে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্স শেষে মহামারি করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের হাতে ৫ লক্ষ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক এবং নব নির্বাচিত সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহীদুল আলম।

করোনা মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে চেক হস্তান্তর করছেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক

চেক হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি এবং মাননীয় সিটি মেয়র জনাব আ জ ম নাছির উদ্দিন। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নব নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী সৈয়দ ইকবাল পারভেজ এবং প্রকৌশলী ইফতেখার আহমেদ ও প্রমুখ।

খুলনা কেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শোক র‍্যালি ও আলোচনা সভা

স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০২০খ্রি. সকাল ০৯:০০টায় ব্যানার সহকারে শোক র‍্যালির আয়োজন করা হয় এবং আইইবি খুলনা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শফিক উদ্দিন এর নেতৃত্বে প্রকৌশলীগণ খুলনাস্থ বাংলাদেশ বেতার চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পমালা অর্পণ করেন এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

এছাড়া দিবসের শুরুতে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ জাতির জনকের সম্মানে আইইবি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং প্রকৌশলীগণ কালো ব্যাচ ধারণ করেন। সন্ধ্যা ০৭:০০টায় অনলাইনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রফেসর ড. প্রকৌশলী সোবহান

মিয়া এর সঞ্চালনায় এবং মাননীয় চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শফিক উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) এর সদস্য প্রফেসর ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ আলমগীর। অত্র কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শফিক উদ্দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মজীবনী তুলে ধরে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন এবং তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে অনেক অজানা বিষয় জানতে সক্ষম হন অনলাইনে যুক্ত প্রকৌশলীগণ। তিনি ১৫ আগস্ট শাহাদাৎ বরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরসহ সকলের আত্মার শান্তি কামনা করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর শৈশব, কৈশর, সংগ্রামী ছাত্র ও রাজনৈতিক জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সোনার বাংলা গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর তনায়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সহযোগিতা করা এবং উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়তে প্রকৌশলীদের ভূমিকার উপর বক্তব্য রাখেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে তাঁর দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ, পিইঞ্জ.।

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচানা সভায় অংশ নিয়ে ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট এর নৃশংস ঘটনার বর্ণনা করে আরো যারা বক্তব্য রাখেন অত্র কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম. ডি. কামাল উদ্দিন আহমেদ, নবনির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান, নবনির্বাচিত সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. আনিছুর রহমান ভূইয়া, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী শেখ মারুফুল হক, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. মাহমুদুল হাসান, কাউন্সিল সদস্য ড. প্রকৌশলী মো. আব্দুল হাসিব প্রমুখ.। জাতীয় শোক দিবসের এ দিনে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের প্রকৌশলী সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নর্বনির্বাচিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও অত্র কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক। সবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদাৎ বরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন অত্র কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম.ডি. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

করোনা ভাইরাসের সংকটকালীন সময়ে দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবানে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাস এর কারণে এই সংকটকালীন সময়ে দরিদ্র ও কর্মহীন প্রায় একশত পরিবারের মাঝে মৌলিক চাহিদার অংশ হিসেবে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

০৭ এপ্রিল ২০২০খ্রি. বেলা ১১:০০টায় খালিশপুরস্থ আইইবি খুলনা কেন্দ্রের আশেপাশের তালিকাভূক্ত দরিদ্র ও কর্মহীন পরিবার সমূহের গৃহে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে এই সেবাধর্মী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শফিক উদ্দিন, সম্মানী সম্পাদক প্রফেসর ড. প্রকৌশলী সোবহান মিয়া, নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আব্দুল্লাহ পিইঞ্জ. নবনির্বাচিত সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. মাহমুদুল হাসান ও প্রকৌশলী মো. আবু জাফর সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। অত্র কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রফেসর ড. প্রকৌশলী সোবহান মিয়া তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রের সকল স্টাফদের সহযোগিতায় সরকারি নির্দেশ অনুযায়ি ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দ সকলকে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেন।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র

বঙ্গবন্ধুর ৪৫ তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট, ২০২০খ্রি. ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংক্ষিপ্ত আকারে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ১ম পর্বে আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্রের চত্বরে সকাল ৮:০০টায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ভাবে উত্তোলন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সকাল ১১:০০টায় বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঞ্চে বক্তব্যরত নেতৃবৃন্দ

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের সহ-সভাপতি (এস এন্ড ডব্লিউ) এড. প্রফে. প্রকৌশলী শিবেন্দ্রে নারায়ন গোপ, সহ-সভাপতি, আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্রে, প্রকৌশলী এ.বি.এম. ফারুক হোসেন, সম্মনী সম্পাদক, আইইবি

ময়মনসিংহ কেন্দ্র প্রকৌশলী মো. মাহফুজুর রহমান, সেন্ট্রাল কাউন্সির মেম্বার, ময়মনসিংহ কেন্দ্র। আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী, ১৫ আগস্টের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের যাঁরা শাহাদাৎ বরণ করেছেন তাঁদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা হয়। ময়মনসিংহ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আব্দুল মজিদ অসুস্থ্য থাকায় মোনাজাতে তার আশু রোগ মুক্তি কামনা করা হয়। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এ.বি.এম. ফারুক হোসেন।

রাজশাহী কেন্দ্র

জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০খ্রি. শুক্রবার আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের নবনির্বাচিত কমিটি স্বাস্থ্য বিধি মেনে জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামানের প্রতি দোয়া ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। উপস্থিত সদস্যরা হলেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. আবুল বাসার সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. নিজামুল হক সরকার , ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. আব্দুল আলীম ।

শ্রদ্ধা নিবেদনের একাংশ

সাবেক সম্মানী সম্পাদক প্রকৌ. মো. তারেক মোশাররফ, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক প্রকেশলী আসিক রহমান, কাউন্সিল সদস্য হলেন প্রকৌ. মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রকৌ. শেখ কামরুজ্জামান, প্রকৌ. মো. হাসিবুল হুদা, অধ্যাপক ড. প্রকৌ. মো. নজরুল ইসলাম মন্ডল, প্রকৌ. মো. শফিকুল ইসলাম, প্রকৌ. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, প্রকৌ. সৈকত দাস, প্রকৌ. মো. শাহীনুল ইসলাম সহ আরো অনেকে।

রংপুর কেন্দ্র

করোনায় অতি দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতে গত ২৫ এপ্রিল সকাল ১১ ঘটিকার সময় দিন

অতি দরিদ্রদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

মজুর শ্রমিক অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির অসহায় ৫০০ পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ এবং অত্র কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও সড়ক সার্কেল রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম খান। এছাড়াও উপস্থিত, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মেহেদী হাসান,বিপাউবো, ঠাকুরগাও এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মাহবুবুর রহমান প্রমুখসহ আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

বগুড়া কেন্দ্র

মুজিববর্ষ ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি, বগুড়া কেন্দ্রে ১৭ মার্চ, ২০২০খ্রি. সন্ধ্যা ৬ টায় এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বগুড়া জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আইইবি বগুড়া কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ এফ এম আব্দুল মতিন ও অন্যান্য প্রকৌশলীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন।

সিলেট কেন্দ্র

প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

০৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. আইইবি সিলেট সেন্টার দিনব্যাপী প্রকৌশলীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারি থেকে ৪০ জন প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন উক্ত সেমিনারে হোস্ট ও সঞ্চালনা করেন আইইবি সিলেট কেন্দ্রের সম্মানী সেক্রেটারি প্রকৌ. ড. মোহাম্মদ ইকবাল এবং সভাপতিত্ব করেন

সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রকৌ. সোয়েব আহমেদ মতিন। এছাড়াও উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. হারুনুর রশিদ মোল্লা, প্রকৌ. শাহরিয়ার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বেলাল, প্রকৌ. মো. জয়নাল ইসলাম চৌধুরী, প্রকৌ. এ. রহিম, প্রকৌ. সাইফুল ইসলাম, প্রকৌ. সালমা আকতার, প্রকৌ. শাহজাহান, প্রকৌ. মহিউদ্দিন, প্রকৌ. সাইফুল প্রমুখ।

নির্বাহী প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেনের হত্যার তীব্র প্রতিবাদ

০২ জুন ২০২০ খ্রি. গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (অঞ্চল-৪) নির্বাহী প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেনের হত্যার তীব্র প্রতিবাদ এবং উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত প্রকৃত খুনীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে কালোব্যাজ ধারণ ও নিরবতা পালন করা হয়। উক্ত প্রতিবাদস্থলে উপস্থিত ছিলেন আইইবি সিলেট কেন্দ্রের সম্মানী সেক্রেটারি প্রকৌ. ড. মোহাম্মদ ইকবাল, প্রকৌ. মো. হাবিবুর রহমান, প্রকৌ. মো: জয়নাল ইসলাম চৌধুরী, ড. মো. জহির বিন আলম, ড. মুহাম্মদ আজিজুল হক প্রমুখ।

নির্বাহী প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেনের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ

সিলেট কেন্দ্রের উদ্যোগে ভার্চুয়াল ওয়েবেনার আয়োজন

১৫ জুন ২০২০ খ্রি. আইইবি সিলেট কেন্দ্রের উদ্যোগে ভার্চুয়াল ওয়েবেনার How engineering organizations are running and managing works during COVID-19 Situation শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে হোস্ট ও সঞ্চালনা করেন আইইবি সিলেট কেন্দ্রের সম্মানীয় সেক্রেটারি প্রকৌ. ড. মোহাম্মদ ইকবাল এবং সভাপতিত্ব করেন আইইবি সিলেট সেন্টার, সিলেট এর সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. হারুনুর রশিদ মোল্লা। এছাড়াও উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌ. মো. জয়নাল ইসলাম চৌধুরী, প্রকৌ. ইকবাল হোসেন, প্রকৌ. সালমা আকতার, প্রকৌ. নিজাম, প্রকৌ. এ রহিম, প্রকৌ. সাইফুল ইসলাম, প্রকৌ. মহিউদ্দিন প্রমুখ।

মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন

২৮ জুলাই ২০২০ খ্রি. জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি সিলেট সেন্টার কর্তৃক বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন আইইবি সিলেট কেন্দ্রের সম্মানী সেক্রেটারি প্রকৌ. ড. মোহাম্মদ ইকবাল ও সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রকৌ. সোয়েব আহমেদ মতিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. হারুনুর রশিদ মোল্লা, প্রকৌ. মো. জয়নাল ইসলাম চৌধুরী, প্রকৌ. সাইফুল ইসলাম, প্রমুখ।

ভার্চুয়াল ওয়েবেনার আয়োজন

৫ জুলাই ২০২০ খ্রি. আইইবি সিলেট সেন্টার কর্তৃক ভার্চুয়াল ওয়েবেনার COVID-19 and Challenges for Professional Engineers শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে হোস্ট ও সঞ্চালনা করেন আইইবি সিলেট কেন্দ্রের সম্মানীয় সেক্রেটারি প্রকৌ. ড. মোহাম্মদ ইকবাল এবং সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রকৌ. সোয়েব আহমেদ মতিন। এছাড়াও উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌ. হারুনুর রশিদ মোল্লা, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বেলাল, প্রকৌ. মো. জয়নাল ইসলাম চৌধুরী, প্রকৌ. শাহজাহান, প্রকৌ. নিজাম, ইঞ্জিনিয়ার এ রহিম, প্রকৌ. ইকবাল হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম, প্রকৌ. মহিউদ্দিন, প্রকৌ. সাইফুল প্রমুখ।

জাতীয় শোক দিবস পালন

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০২০ খ্রি. আইইবি সিলেট সেন্টার, কর্তৃক সড়ক ও জনপথ ভবনের মসজিদে মিলাদ ও দোয়া আয়োজন করা হয় ।

আশুগঞ্জ কেন্দ্র

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (ভার্চুয়াল) অনুষ্ঠিত

৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রি. শনিবার, রাত ০৮.৩০টায়, অনলাইনে আইইবি আশুগঞ্জ কেন্দ্রের ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি, আশুগঞ্জ কেন্দ্রের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও এপিএসসিএল এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এ এম এম সাজ্জাদুর রহমান।

আইইবি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপকেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও বিজিএফসিএল এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. তৌফিকুর রহমান তপু আইইবি, আশুগঞ্জ কেন্দ্রের সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যানবৃন্দ; আইইবি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপকেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান ও সম্পাদক এবং আইইবি আশুগঞ্জ কেন্দ্র ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপকেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ বিভিন্ন লোকেশন থেকে অনলাইনে ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সংযুক্ত ছিলেন। করোনা মহামারির

কারণে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিবেচনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, আশুগঞ্জ কেন্দ্রের ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভা সঞ্চালনা করেন প্রকৌশলী মো. আশিকুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ২২৫ মে. ও. সিসিপিপি, এপিএসসিএল। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রকৌশলী মো. আক্তার হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (টারবাইন), এপিএসসিএল। সভায় ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট কালো রাত্রিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের শহীদ সকল সদস্য এবং বিগত সময়ে যে সকল প্রকৌশলী আমাদের মাঝ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন প্রকৌশলী মো. মোজাফ্ফর আহম্মেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), এপিএসসিএল। বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী মো. সাইফুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), এপিএসসিএল।

আইইবি, আশুগঞ্জ কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান ভূঞা, প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী), পটুয়াখালী ১৩২০ মে.ও. সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প, এপিএসসিএল; সম্মানী সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। তিনি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানান বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। যার দূরদর্শী নেতৃত্বে সারাদেশের মতো এই আশুগঞ্জেও বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতে আশুগঞ্জে যে উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অবদান। আর এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনায় বহুসংখ্যক প্রকৌশলীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সম্মানী সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে আইইবি, আশুগঞ্জ কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি ০১/০৪/২০১৯ খ্রি. থেকে ৩১/০৮/২০২০ খি. পর্যন্ত কেন্দ্রের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সভায় উপস্থাপন করেন।

সম্মানী সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন প্রকৌশলী মো. কাওসার আলম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি, এপিএসসিএল; প্রকৌশলী মো. মাহমুদুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিচালক), ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি নর্থ, এপিএসসিএল; প্রকৌশলী মো. ওবায়দুল মোক্তাদির অদিত, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি সাউথ, এপিএসসিএল; প্রকৌশলী মো. আতিকুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (ওয়ার্কশপ), এপিএসসিএল; প্রকৌশলী মো. ইমরান হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (মেঘনা), বিজিএফসিএল; প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এমইউ), এপিএসসিএল; প্রকৌশলী মো. রোকন মিয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক), ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি সাউথ, এপিএসসিএল; প্রকৌশলী মোহা. আব্দুল মজিদ, প্রকল্প পরিচালক, ৩x৬০০ মে.ও. সিসিপিপি প্রকল্প, এপিএসসিএল; প্রকৌশলী মো. আলী মোক্তেজার, মহাব্যবস্থাপক (অপারেসন্স), বিজিএফসিএল প্রমূখ। এছাড়াও প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন প্রকৌশলী একএম ইয়াকুব, নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), এপিএসসিএর এবং প্রকৌশলী ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), এপিএসসিএল। সকলের মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতভাবে সম্মানী সম্পাদকের উত্থাপিত কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন) অনুমোদিত হয়।

কক্সবাজার উপকেন্দ্র

আইইবি ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও করোনা মহামারি উপলক্ষে ত্রাণ বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) কক্সবাজার উপ-কেন্দ্রের উদ্যোগে ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং করোনা মহামারি উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ২১ মে, সকাল ১১টায় কক্সবাজার এলজিইডি অফিস প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌ. বদিউল আলম। সভা সঞ্চালনা করেন উপ-কেন্দ্রে সেক্রেটারি ও গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জহির উদ্দিন আহমদ। আলোচনা সভায় বিগত ৭২ বছরের বাংলাদেশের প্রকৌশলী সমাজের গৌরবের ও ত্যাগের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রকৌশলীরাই একটি জাতি ও দেশ গড়ার প্রথম কাতারের সৈনিক ।

আইইবি'র ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও করোনা মহামারি উপলক্ষে ত্রাণ বিতরণ

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পিন্টু চাকমা, বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আবদুল কাদের গণি, বিদ্যুৎ প্রশিক্ষণ একাডেমির পরিচালক প্রকৌশলী গোলাম হায়দার তালুকদার, জনস্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ঋতিক চৌধুরী প্রমুখ। বক্তব্য শেষে ৭২ জন গরিব ও অসহায়দেরকে নগদ অর্থ প্রদান এবং করোনা মহামারি বিষয়ে সচেতনতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ■

ENGINEERING STAFF COLLEGE, BANGLADESH (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.
Tel: 880-2-9574144 Fax: 88-02-7113311
E-mail: info@esc-bd.org, escbieb@gmail.com; web: www.esc-bd.org

Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects, Main & City Campus

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	18
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	36
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	30
11	Training Course on Microcontroller	36
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programmable Logic Controller (PLC) and Distributed Control System (DCS) for industrial automation	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Training Course on Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (V-18.8 Latest Version)	30
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course on Captive Power Generation	15
20	Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	20
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	6
22	Training Course on A/C Inverter Drives	21

B. Training on Computer and IT Related Subjects, City Campus, Ramna, Dhaka

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	AutoCAD (2D)	40
6	AutoCAD (3D)	24
7	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
8	Geographic Information System (GIS)	48
9	Website Design and Development (Module-A)	60

রেজি নং- ডিএ ১৯২৭ ৪৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH

শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

www.iebbd.org IEBangladesh